অধিকাংশ মানব সমাচার

লিলবর আল-বারাদী

আল-মাহমুদ প্রকাশনী

অধিকাংশ মানব সমাচার

লিলবর আল-বারাদী

এম.এম (হাদীছ); বি.এ (অনার্স),
এম.এ (আরবী); রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আল-মাহমূদ প্রকাশনী

অধিকাংশ মানব সমাচার

লিলবর আল-বারাদী

প্রকাশক
আল-মাহমূদ প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮৮-৬২৫৮৭৮

সর্বস্বত্ব : লেখকের।

অনলাইন প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৪
পৌষ ১৪৩১
জুমা. আখেরাহ ১৪৪৬

অক্ষর বিন্যাস
আল-মাহমূদ এন্টারপ্রাইজ

প্রচ্ছাদ
আবূ নাফিয

নির্ধারিত মূল্য :
৭৫.০০ (পঁচাত্তর) টাকা।

ADHIKANGSHO MANOB SAMACHAR by **Lilbar Al-Barady.** Pubished by **Al-Mahmud Prokashoni**. Nawdapara, Sopura, Rajshahi. Mobile : 01788-625878, *www.anniyat.com*

॥ সূচিপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ ভূমিকা :	৫
❖ **অধিকাংশ মানব সমাচার**	৭
১. অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত	৭
✓ এক. ঈমান এনেছে	৯
✓ দুই. সৎ আমল করে	১০
✓ তিন. হক্বের উপদেশ দেয়	১০
✓ চার. ধৈর্য্যধারনের উপদেশ দেয়	১২
২. অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয়	১৩
✓ ক. প্রতিবেশীর হক্ব নষ্টকারী	১৪
✓ খ. হিংসুক ব্যক্তির	১৬
✓ গ. আমানতের খেয়ানতকারী	১৮
✓ ঘ. লোকের দোষত্রুটি তালাশকারী	২১
৩. অধিকাংশ মানুষ শিরককারী	২২
৪. অধিকাংশ লোক ফাসেক	২৬
৫. অধিকাংশ ব্যক্তি ধারণা পোষণকারী	২৮
৬. অধিকাংশ মানুষ মূর্খ ও পথভ্রষ্ট	৩১
৭. অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত সত্য জানে না ও বোঝে না	৩৪
৮. অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা পোষণকারী	৩৬

৯. অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামী	৩৮
✓ ক. অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি	৩৯
✓ খ. অধিকাংশ নারী	৪২
✓ গ. অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ও হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী	৪৫
✓ ঘ. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও প্রতিবেশীরকে কষ্ট দানকারী	৪৮
✓ ঙ. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মধ্যপ, দাইউস ও খোটাদানকারী	৫১
✓ চ. অত্যাচারী শাসক ও পুরুষের বেশ দারণকারী রমণী	৫২
✓ ছ. রিয়া বা লৌকিকতা প্রদর্শকারী	৫৩
✓ জ. ঝগড়াটে, হটকারী, জেদী ও অহংকারী ব্যক্তি	৫৬
✓ ঝ. অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী ও খোটাদানকারী	৫৮
✓ ঞ. পিতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে দাবীকারী	৫৮
✓ ট. রাসূল (ছা.)-এর প্রতি নাফারমানী ব্যক্তি	৫৯
✓ ঠ. বিনা অপরাধে জিম্মীকে হত্যাকারী	৬০
✓ ড. বাহাদুরী জাহির ও মানুষকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইলম অর্জনকারী	৬০
✓ ঢ. চোগলখোর ব্যক্তি	৬২
✓ ণ. চুলে কালো কলপ ব্যবহারকারী	৬২
✓ ত. অধিনস্থদের সাথে খেয়ানতকারী নেতা	৬২
১০. অধিকাংশ গরীব ও দুর্বল ব্যক্তি জান্নাতি	৬৪
১১. অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা	৬৮
❖ **শেষ কথা**	৭১

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده وبعد .

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. 'আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই' *(আয-যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমতের ফলে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি। মানুষের বিবেকের বোধ শক্তি থাকার কারণে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব। এই মানবজাতি দুনিয়াতে চলা ফেরা করতে গেলে নিয়ন্ত্রণ করে চললে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমনি সারা দুনিয়াতে অনাবিল প্রশান্তি ও শ্রেষ্ঠ

অন্যতম। না বুঝেই আমানত গ্রহণ করে এর খেয়ানত করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

এরই প্রেক্ষিতে '**অধিকাংশ মানব সমাচার**' প্রবন্ধটি রচনা করি। যা **দ্বিমাসিক তাওহীদের ডাক** পত্রিকায় '**অধিকাংশ সমাচার**' শিরনামে *(৫৮তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল ২০২২ থেকে ৬৩তম সংখ্যা জানুয়ারী ২০২৩)* **শিক্ষাঙ্গন** কলামে আমার প্রবন্ধসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। নিবন্ধনগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমি প্রবন্ধগুলো একত্রে পরিমার্জিত করে '**অধিকাংশ মানব সমাচার**' নামে বই আকারে প্রকাশ করলাম। এতে বেশ কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। যার ফলে বিষয়বস্তুকে আরও প্রাণবন্ত ও শ্রুতিমধুর করেছে। বইটি একাগ্রতা চিত্তে পাঠ করলে মানব

বইটি প্রনয়ণ, প্রকাশ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে যে যতটুকু সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। এ ক্ষেত্রে বন্ধুবর **'আব্দুল্লাহ আল-মামুন'**-এর নাম উল্লেখ করতে হয়, কেননা তার অনুপ্রেরণায় বইটি রচনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে জাঝায়ে খায়ির দান করুন।

পরিশেষে, হে আল্লাহ! তুমি ত্রুটিগুলো ক্ষমা করো এবং দ্বীনের পথে এই খিদমত কবূল করো। যত মুমিন মুসলমান এ বইটি পড়ে আমল করবে এবং অন্যকে আমল করতে সাহায্য করবে, তোমার রাসূল (ছাঃ)-এর ওয়াদা মোতাবেক এ গুনাহগার বান্দার আমলনামায় তার ছওয়াব পূর্ণরূপে যুক্ত করে দাও। এই বইটির অসীলায় আমাকে, আমার আব্বা-আম্মা ও পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনসহ সকল শুভাকাংখী যারা আমাকে এই দ্বীনের পথে পথ চলতে সহযোগীতা করেছেন, তাদের সকলকে কবরে ও হাশরে মুক্তি দান করো এবং ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো, আমীন!! *সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম*।

বিনীত লেখক

'ঈমান রাখো শিরক মুক্ত,
ইবাদত করো বিদ'আত মুক্ত'

অধিকাংশ মানব সমাচার

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে أَكْثَرَ (আকছারা) অর্থাৎ 'অধিকাংশ' বা 'বেশির ভাগ' (Almost) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'অধিকাংশ' শব্দ ব্যবহার করে তিনি মানুষকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। 'অধিকাংশ' সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবগত নয়' *(ইউসুফ১২/৬৮)*, 'অধিকাংশ অবহিত নয়' *(আন'আম ৬/৩৭)*, 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না' *(আরাফ ৭/১৩১)*, অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ'আর তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না' *(মায়িদা ৫/১০৩)*, কেননা, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 'তাদের অধিকাংশই মূর্খ' *(আন'আম ৬/১১১)*। বর্তমানে দুনিয়ার অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে উপনিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে অধিকাংশ ব্যক্তি দুনিয়ার মরীচিকাময় মাল, মর্যাদা, নারীসহ যাবতীয় মোহ ফেৎনায় নিপতিত হয়েছে। যার ফলে অধিকাংশ মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ ঈমানের দ্বীপ্ততা ও আমলের তৃপ্তি হারিয়ে ফেলছে। তবে আল্লাহ তা'আলা কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন সেই সকল ব্যক্তি ব্যতীত। এই অধিকাংশ ব্যক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

১. অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত :

অধিকাংশ মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে' *(আছর ১০৩/১-২)*। আল্লাহ তা'আলা কালের শপথ এই জন্য বলেছেন যে, মানুষের কৃতকর্মের সময়কাল অতিব স্বল্প পরিসরে। আছর থেকে মাগরীব পর্যন্ত যতটুকু সময় ঠিকততটুকু সময় মানুষের জীবনে রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল সম্পর্কিত যা বান্দার ভালো-মন্দ সকল কর্মের মধ্যে নিপতিত।

তাছাড়া আছরের ওয়াক্ত হতে কুরায়েশ নেতারা 'দারুন নাদওয়াতে' পরামর্শসভায় বসত এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে ভাল-মন্দ সিদ্ধান্ত নিত। মন্দ সিদ্ধান্তের কারণে লোকেরা এই সময়টাকে 'মন্দ সময়' (زمان سوء) বলত' *(ক্বাসেমী)*। এখানে আছর-এর শপথ করে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, কালের কোন দোষ নেই। দোষী হ'ল মানুষ।[১] আবার পৃথিবীর সকল মানুষ কৃতকর্মের পরিণতি ক্ষতির মধ্যে নিপতিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا 'অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের আযাব আস্বাদন করল। বস্তুতঃ ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি' *(তালাক ৬৫/৯)*। প্রত্যেক মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে রয়েছে। যেমন, শিরক করে, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে উপেক্ষা করে, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে, পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহ ও নবী-রাসূলদের অবজ্ঞা করে, দুনিয়ার কর্মফল দিবস আখিরাত ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দ অবিশ্বাস করে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, 'যদি মানুষ এই সূরাটি গবেষণা করত, তাহ'লে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হ'ত' *(ইবনু কাছীর)*।

এই সূরার আলোকে সকলকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছায়ে দিন। মূল শিক্ষা হ'ল- তবে প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে'। কিন্তু এর পরেই চারটি শর্ত দিয়ে তিনি বলেন, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 'তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/৩)*। শর্ত চারটি হ'ল- ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর। এই চারটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে সে ক্ষতি থেকে নাযাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা), পৃষ্ঠা-৪৫৮।

(এক) ঈমান এনেছে : প্রথম গুণ তুলে ধরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا 'তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে' *(আছর ১০৩/৩)*। বান্দা মুমিন হওয়ার চূড়ান্ত শর্ত হ'ল ঈমান আনয়ন করা। 'ঈমান' অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, নিরাপত্তা দেওয়া, যা ভীতির বিপরীত।[2] রাগেব আল-ইছফাহানী (রহঃ) বলেন, ঈমানের মূল অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়া।[3] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে।[4] মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি ছয়টি। যথা- أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের স্বীকারে।[5] মুমিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

'রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*। পরিশেষে ঈমান আনতে

২. জাওহারী, আছ-ছিহাহ ৫/২০৭১; ফিরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত, পৃঃ ১১৭৬।
৩. আল-মুফরাদাত, পৃঃ ৩৫।
৪. আছ-ছারিম আল-মাসলূল, পৃঃ ৫১৯।
৫. হাদীছে জিব্রীল, মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়।

হবে এবং এর ওপর দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে হবে। আর সকল বিশ্বাসের সাথে সঠিক আক্বীদা পরিশুদ্ধ রাখতে হবে।

(দুই) সৎ আমল করে : ঈমানের চূড়ান্ত শর্ত মেনে নেয়া পরেই মুমিনের গুণাবলী অর্জনের জন্য যে শর্ত পালনীয় সেসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 'আর সৎকর্ম সম্পাদন করেছে' *(আছর ১০৩/৩)*। ঈমান আনয়নের পরেই বান্দার নাযাতের দ্বিতীয় শর্ত হ'ল আমলে ছলেহ সম্পাদন করা। ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা, এ দু'টি না থাকলে পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাতে তারা তাদের ঈমানের সঙ্গে ঈমান মজবুত করে নেয়' *(ফাতাহ ৪৮/৪)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(বুরূজ ৮৫/১১)*। অন্যত্র বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ– 'যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের প্রতি আল্লাহ্র ওয়াদা এই যে, আল্লাহ তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন এবং তাদের বড় প্রতিফল দিবেন' *(মায়েদাহ ৫/৯)*। ঈমানের দ্বীপ্ততা বৃদ্ধির জন্য সর্বদা খালিছ অন্তরে বেশী বেশী আমলে ছলেহ পালন করতে হবে। যাতে করে দো'আ, যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে ঈমানের শানিত ধার আরো উজ্জ্বল হয়।

(তিন) হক্বের উপদেশ দেয় : ঈমান আনয়ন ও আমলে ছলেহ প্রতিপালনের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার ও প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করা। অর্থাৎ হক্বের উপদেশ দেয়া। আর এটা হ'ল নাযাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির তৃতীয় গুণাবলী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ 'আর পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/৩)*।

মানুষ বিবেকবান জীব হলেও প্রাথমিকভাবে অবুঝ প্রাণী। যখনি তার বুদ্ধিমতার বহিঃপ্রকাশের সাথে সঠিক বুঝ হবে, তখনি সে হয় দ্বীনের অথবা

শয়তানের পথে হাটতে শুরু করবে। যে ব্যক্তি দ্বীনের সঠিক পথে চলবে তাকে সাধুবাদ। কিন্তু যে ব্যক্তি তাগুদের পথে চলবে তাকে দ্বীনের দাঈ ব্যক্তিরা সর্বদা দ্বীনের নছীহত করবে। আর উপদেশ দানকারীদের মধ্যে সেই উত্তম যে অন্যের নিকট থেকে দুঃখ-কষ্ট পেয়েও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানে ছবুর করে এবং অনঢ় থাকে। কখনও কোন অবস্থাতে অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে না, হেয় প্রতিপন্ন করে না, বৈষয়িক বিষয়ে বাড়াবাড়ী করে না, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে ইত্যাদি গুণ বিদ্যমান কেবল তারাই সফলকাম।

মানুষকে প্রজ্ঞা ও হিকমাতের সাথে সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

'তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয়ই একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন' *(নাহল ১৬/১২৫)*। একজন ব্যক্তিকে হেদায়েতের পথে আনতে পারলে আপনি সমপরিমাণ নেকীর ভাগ পাবেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'কোন ব্যক্তি যদি ভালো কাজের পথ দেখায়, সে ঐ পরিমাণ নেকী পাবে, যতটুক নেকী পাবে ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে'।[৬]

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)-কে নছীহতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ 'আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উটের (কুরবানীর) চেয়েও উত্তম হবে'।[৭]

৬. মুসলিম হা/১৬৭৭; মিশকাত হা/২০৯; আবূদাউদ হা/৫১২৯; তিরমিযী হা/২৬৭১; ছহীহ হাদীছ।

৭. বুখারী হা/৩০০৯; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০।

অবশেষে আপনি সফল না হলে বিদায় হজ্জের ভাষণের এই অংশটি মনে করে শান্তনা গ্রহণ করবেন যে, আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ প্রদান করে বলেন, أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 'উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়'।[৮] নিজেকে পরিশুদ্ধ করে পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে হক্বের উপদেশ দিতে হবে। উপদেশ প্রদানের সময় তাদের নিকট থেকে বাঁধা ও বিপত্তি আসতে পারে। আর সে সময় নিজেকে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শের মানদণ্ডে ওজন করে অতিব সূক্ষ্মভাবে ধর্য্যধারন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং দাওয়াতের ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।

(চার) ধৈর্য্যধারনের উপদেশ দেয় : দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি থেকে নাযাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চতুর্থ শর্ত হ'ল ধৈর্য্যধারন করা। আর তা নিজে অবলম্বন করবে এবং অপরকে ছবুর করতে উৎসাহিত করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 'আর পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/৩)*। 'ছবর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাঁধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। যেমন- **এক.** যাবতীয় গুণাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। **দুই.** সৎকাজ করা এবং এর ওপর অবিচল থাকা। **তিন.** বিপদাপদে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।[৯] দুনিয়াতে যে যতবেশী ধর্য্যশীল, আখেরাতে সে ততবেশী কল্যাণকামী। আবূ মালেক আল-হারেস ইবনু আসেম আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا 'ছালাত হ'ল নূর, ছাদকা হ'ল প্রমাণ, ছবর উজ্জ্বল আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ-প্রমাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সকাল শুরু করে। আর তা হয় তাকে আযাদ করে দেয় অথবা তাকে ধ্বংস করে দেয়'।[১০] দুনিয়ার বুকে মানুষ

৮. বুখারী হা/৪৪০৬, ৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪; ছহীহ হাদীছ।

৯ .মাদারেজুস সালেকীন, ২/১৫৬

ধ্বংস করে দেয়'।[১০] দুনিয়ার বুকে মানুষ যতকম লোভ লালসা করবে, ততবেশী ধৈর্য্যশীল হিসেবে গড়ে উঠবে।

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, 'কম লোভ-লালসা, সত্যবাদীতা ও পরহেযগারিতার জন্ম দেয় এবং অধিক লোভ-লালসা, দুঃখ-কষ্ট ও অধৈর্যশীল সৃষ্টি করে'।[১১]

হক্বের দাওয়াত বা উপদেশ প্রদানের সময় যে বাঁধা বিপত্তি আসবে, সেখানে ছবরের সাথে অবিচল থাকতে হবে। এটা মহৎ গুণ। সবায় এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম নয়। তবে প্রত্যেক মুমিনের এই গুণ অবশ্যই অর্জন করতে হবে, নতুবা সে পরাজিত হবে। সফলতা তারাই অর্জন করেছে যারা ছবর করেছেন। এটা ঈমানের পরীক্ষাও হতে পারে এবং সেখানে সর্বদা ধর্য্যধারন করতে হবে। তাই তো বাঁধা না থাকলে দ্বীনের দাঈ অনুভব করতে পারবে না যে, তার দাওয়াত কতটুকু ফলপ্রসু হচ্ছে। প্রত্যেক নবী-রাসূলের জীবনে এমনটি ঘটেছে। বর্তমানে এটা স্বাভাবিক। আর এর ফলাফল হবে অতিব সুস্বাদু। শুধু মাত্র ধর্য্যধারন করতে হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা বৈ কিছুই নয়।

২. অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয় :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 'আর এমন কতক মানুষ রয়েছে, যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়'*(বাক্বারাহ ২/৮)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 'কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হ'ল তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করল। বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেনা'*(বাক্বারাহ ২/১০০)*।

---

১০. মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১; তিরমিযী হা/৩৫১৭; আহমাদ হা/২২৯৫৯; ছহীহ হাদীছ।

১১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ১০/২৪১ পৃঃ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'আর যে সকল দল তা অস্বীকার করে, আগুনই হবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে মোটেও সন্দেহের মধ্যে থেকো না, নিশ্চয় তা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না'*(হূদ ১১/১৭)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 'আর তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়'*(ইউসুফ ১২/১০৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে' *(আনআম ৬/১১৬)*। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ঈমান না আনলে আপনার কিছু করার নেই। আপনি চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না' *(কুরতুবী)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ 'মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে। লোকেরা মসজিদগুলোতে একত্রিত হয়ে ছালাত আদায় করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার থাকবে না।[১২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না' *(আল-মুমিন : ৫৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

ক. প্রতিবেশীর হক্ব নষ্টকারী :

প্রতিবেশীর বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, হৃদয়গ্রাহী হাহাকার, করুণ আর্তনাদ যার মনে রেখাপাত করে না, এমনকি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর ক্ষতি করে সে কখনও মুমিন হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

১২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৩৭৫৮৬; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/ ৮৩৬৫; সনদ ছহীহ।

শপথ করে তিনবার বলেন, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[১৩]

প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. 'ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[১৪] আর প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না'।[১৫]

আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে যারা বিশ্বাস করে তারা যেন বর্ণিত হাদীছের প্রতি যত্নশীল হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ . 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। এরপর যে ব্যক্তি ~~আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস~~ রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে,

১৩. বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।

১৪. মিশকাত হা/৪৯৯১; শু'আবুল ঈমান হা/৩৩৮৯; ছহীহুল জামি' হা/১১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯।

১৫. মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬৩; ছহীহুল জামি' হা/৭৬৭৫।

রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়র হক আদায় করে'।[১৬]

প্রতিবেশীর গুরুত্ব কতবেশী যে সর্বদা জিবরীল (আঃ) এসে রাসূল (ছাঃ) প্রতিবেশীর হক পরিপূর্ণভাবে আদায়ের প্রতি নছীহত করতেন। আয়েশা ও ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. 'জিবরীল (আঃ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি আমার ধারনা হয়েছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে দেবেন।'[১৭] যারা প্রতিবেশীর হক্বের প্রতি অনিহা-অবহেলা পোষণ করে এবং তাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখে ও কষ্ট দেয় তারা প্রকৃত মুমিন নয়।

খ. হিংসুক ব্যক্তি :

মানুষের অন্তরে ঈমান অথবা হিংসা এদুয়ের একটি বিদ্যমান থাকবে। ঈমানদারের অন্তরে হিংসা থাকবে না, হিংসুকের অন্তরে ঈমান থাকবে না। মুমিন কখনো হিংসুক নয়, হিংসুক কখনো মুমিন নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ 'কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না'।[১৮]

হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারীর সাথে দ্বীন থাকে না। এই ব্যক্তি নিজের নফস থেকে দ্বীনকে ছাফ করে ফেলে। যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ 'তোমাদের মধ্যে পিপীলিকার ন্যায় প্রবেশ করবে বিগত উম্মতগণের রোগ। আর তা হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ। যা হ'ল ছাফকারী।

১৬. বুখারী হা/৬৪৭৫; মিশকাত হা/৪২৪৩; আবু দাউদ হা/৫১৫৪।

১৭. বুখারী হা/৬০১৫; মুসলিম হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪; আবু দাউদ হা/৫১৫২; তিরমিযী হা/১৯৪২-৪৩।

১৮. নাসাঈ হা/৩১০৯, সনদ হাসান।

উম্মতগণের রোগ। আর তা হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ। যা হ'ল ছাফকারী। لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ 'আমি বলিনা যে চুল ছাফ করবে, বরং তা দ্বীনকে ছাফ করে ফেলবে'।[১৯]

হিংসা ও বিদ্বেষ ষড়যন্ত্রের মূলমন্ত্র। তাই রাসূল (ছাঃ) সর্বদা হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করে একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করতে বলেছেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. 'তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, ষড়যন্ত্র করো না ও সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকবে'।[২০] পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক রক্ষার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ সকলে ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

আর যারা পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করে না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমানের নূর জ্বালিয়ে তা পরিপূর্ণ করে দেন। আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ। 'যে আল্লাহ্‌র জন্য অপরকে ভালবাসে ও আল্লাহ্‌র জন্য বিদ্বেষ করে, আল্লাহ্‌র জন্য দান করে ও আল্লাহ্‌র জন্য বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল'।[২১] একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ 'প্রত্যেক শুদ্ধহৃদয় ও সত্যভাষী ব্যক্তি'। লোকেরা বলল, সত্যভাষীকে আমরা চিনতে পারি। কিন্তু

১৯. তিরমিযী; মিশকাত হা/৫০৩৯।
২০. বুখারী হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৯; মিশকাত হা/৫০২৮।
২১. আবুদাঊদ হা/৪৬৮১; তিরমিযী হা/২৫২১; মিশকাত হা/৩০।

শুদ্ধহৃদয় ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে চিনব? জবাবে তিনি বললেন, هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ 'সে হবে আল্লাহভীরু ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়; যাতে কোন পাপ নেই, সত্যবিমুখতা নেই, বিদ্বেষ নেই, হিংসা নেই'।[২২] মানুষ নিজের কল্যাণ কামনা করলে যেন অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বিরত থাকে। যামরাহ বিন ছা'লাবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوْا 'মানুষ অতক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ তারা পরস্পরে হিংসা না করবে'।[২৩] হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে পরিত্রাণের থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রার্থনা করতে বলেন- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই হিংসুকের অনিষ্টকারিতা হতে যখন সে হিংসা করে' *(ফালাক্ব ১১৩/৫)*। সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস তিনবার করে পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে গায়ে হাত বুলাতেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু'হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু'হাত বুলাতেন।[২৪]

গ. আমানতের খেয়ানতকারী :

আমানত দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার আমানত নেই, তার দ্বীন নেই; যার দ্বীন নেই, তার ঈমানও নেই। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ–صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ

২২. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; মিশকাত হা/৫২২১।
২৩. ত্বাবারাণী হা/৮১৫৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮৬।
২৪. বুখারী হা/৫০১৭; মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট খুব কমই ভাষণ দিতেন যেখানে তিনি বলতেন না যে, ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানতদারিতা নেই। আর ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই, যার অঙ্গীকার ঠিক নেই'।[২৫]

আমানত দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً. 'আমরা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার নিকট এই আমানত পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এ থেকে শংকিত হ'ল। কিন্তু মানুষ তা বহন করল। বস্তুতঃ সে অতিশয় যালেম ও অজ্ঞ' *(আহযাব ৩৩/৭২)*। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, الْأَمَانَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ وَظَائِفِ الدِّينِ، 'আমানত' বলে দ্বীনের সকল প্রকার দায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*।

মুমিন কখনো খেয়ানতকারী ও মিথ্যাবাদী হ'তে পারে না। যারা এটা করে, তারা আসলে মুমিন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ 'মুমিন সকল স্বভাবের উপর সৃষ্টি হ'তে পারে খেয়ানত ও মিথ্যা ব্যতীত'।[২৬]

অঙ্গীকার পূর্ণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*। ক্বিয়ামতের

২৫. বায়হাক্বী শো'আব হা/৪০৪৫; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩০০৪।
২৬. মুসনাদ বাযযার হা/১১৩৯; মুসনাদ আবী ইয়া'লা হা/৭১১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩২৮, হায়ছামী বলেন, রাবীগণ ছহীহ-এর রাবী; আহমাদ, মিশকাত হা/৪৮৬০।

দিন অঙ্গীকার ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের ডেকে বলা হবে, هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ. 'এটি অমুকের সন্তান অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত'।[২৭]

কিয়ামতের মাঠে খেয়ানতকারীর জন্য একটি পতাকা রাখা হবে, যা তার পিঠের পেছনে গঁতে দেওয়া হবে। আর জনগণের খেয়ানতকারী সবচেয়ে বড় খেয়ানতকারী। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ 'প্রত্যেক খেয়ানতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন একটি ঝাণ্ডা থাকবে, যা তার পিঠের পিছনে পুঁতে দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার খেয়ানতের পরিমাণ অনুযায়ী সেটি উঁচু হবে। সাবধান! জনগণের নেতার খেয়ানতের চাইতে বড় খেয়ানত আর হবে না'।[২৮]

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা খেয়ানত করতে নিষেধ করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। অন্যত্র বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে' *(মুমিনূন ২৩/৮; মা'আরেজ ৭০/৩২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، 'আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথাযথ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও'... *(নিসা ৪/৫৮)*।

আমাদের মনে রাখা উচিৎ ঈমানের দ্বীপ্তিশিখা চিরন্তন প্রজ্জ্বলিত রাখতে চায়লে অবশ্যই ঈমান মজবুতির প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং মুমিনের জীবন-যাপন করতে চায়লে জেলখানার জীবন বেছে নিতে হবে, কারণ মুমনি যা ইচ্ছা তাই

২৭. বুখারী হা/৬১৭৭ 'মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে' অনুচ্ছেদ-৯৯; মুসলিম হা/১৭৩৫; মিশকাত হা/৩৭২৫।
২৮. মুসলিম হা/১৭৩৮; মিশকাত হা/৩৭২৭ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।

করতে পারে না। আর এটাও স্মরণ রেখে দুনিয়াবী জীবন চলা উচিৎ যে, আমরা অধিকাংশ মানুষ ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে পতিত এবং ঈমান, আমল ও আল্লাহর কৃপা ছাড়া আখিরাতে পরিত্রাণ আশা করতে পারি না।

ঘ. লোকের দোষ-ত্রুটি তালাশকারী :

মানুষের দোশ-ত্রুটি তালাশ করা গর্হিত কাজ। সর্বদা অন্যের নয়, নিজের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) মানুষের দোষ ও ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মানুষকে স্ব-স্ব দোষত্রুটি সংশোধনে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ্র কাছে যেসব কথাবার্তা-ধ্যানধারণার মূল্য নেই তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বোপরি মুসলিম ভাইয়ের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন ও তাদের ছিদ্রান্বেষণকারীর অন্তরে ঈমান থাকে না। আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ ‘ওহে যারা মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ঈমান এনেছ, অথচ এখনো অন্তঃকরণে ঈমান পৌঁছেনি! তোমরা মুসলিমদের নিন্দা কর না, তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। কেননা যে ব্যক্তি অপরের দোষ খোঁজে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ তালাশ করেন, তাকে তার নিজস্ব বাসগৃহেই অপদস্থ করেন’।[২৯]

মুমিন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি তালাশ করা অন্যায় অপবাদ ও পাপ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ‘আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ’ *(আহযাব ৩৩/৫৮)*।

২৯. আবুদাউদ হা/৪৮৮০; আহমাদ হা/১৯৮১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৪০; হাসান ছহীহ।

অন্যের নয়, নিজের দোষ-ত্রুটি থালাশ করা এবং তা অতি সত্তর সংশোধন করা উচিৎ। এতে নিজের আমল আখলাকে পূর্ণতা পায় এবং আত্মতৃপ্তি থাকে সদাসর্বদা। আবু হাত্বেব ইবনে হিব্বান আল বাসাতী (রহঃ) বলেন, ‘জ্ঞানীদের উপর আবশ্যক হ’ল অপর মানুষের মন্দচারী থেকে নিজেকে পূর্ণভাবে মুক্ত রাখা, নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনার্থে সর্বদা নিমগ্ন থাকা। যে ব্যক্তি অপরেরটা ত্যাগ করে নিজের ভুলত্রুটি সংশোধনে সদা ব্যস্ত থাকে, তার দেহ-মন শান্তিতে থাকে। আর যে অন্য মানুষ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে, তার অন্তর মরে যায়, আত্মিক অশান্তি বেড়ে যায় এবং তার অন্যায় কর্মও বৃদ্ধি পায়’।[৩০]

ইমাম ইবনে কাইয়ুম (রাহিঃ) বলেন, ‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দার জন্য কল্যাণ চান, তখন তাকে নিজের গুনাহ স্বীকারের যোগ্যতা এবং অন্যের দোষ খোঁজা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দেন। সে নিজের সম্পদ নিয়েই প্রাচুর্য বোধ করে, অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ থাকে এবং অন্যের দুঃখ-কষ্টের ভার বহন করে’।[৩১]

সুফিয়ান ইবনু হুসাইন (রাহিঃ) বলেন, আমি ইয়াস ইবনু মু'আবিয়া (রাহিঃ)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তির বদনাম করলাম। তিনি আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ভারতবর্ষ, তুর্কী কিংবা সিন্ধু প্রদেশের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, জী- না। তিনি বললেন, আপনার থেকে রোমান, সিন্ধু, তুর্কী, ভারতীয়রা নিরাপদে রইল, অথচ আপনার মুসলিম ভাই আপনার থেকে নিরাপদ নয়! তিনি [সুফিয়ান ইবনু হুসাইন] বলেন, এরপর থেকে আর কখনো আমি এরূপ করিনি।[৩২]

৩. অধিকাংশ মানুষ শিরককারী :

শিরক হ’ল শরীক করা। শিরক একটি চূড়ান্ত কবীরা গুণাহ। আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে শিরক বলা হয়। সেটা একক স্রষ্টার মর্যাদার সাথে হোক, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদত সমূহের সাথে হোক। এমনটা মনে করা

৩০. রওয়াতুল উক্বালা, পৃঃ ১৩১।
৩১. আল ফাওয়ায়িদ, পৃঃ ৯৯।
৩২. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১৩/১২১।

যে আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও আহারদাতা, জীবন ও মৃত্যর মালিক, ধনদৌলত, সন্তানাদী, উপকার অপকারের ক্ষমতা রাখে। ইবাদতগুলোর মধ্য হতে কোন ইবাদত অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দো'আ, মানত কুরবানী, ভালবাসা, ভয়ভীতি, ইত্যাদি অন্য কারো জন্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এই গুণাহকারীর ওপর আল্লাহ তা'আলা চরম ক্রধান্বিত হোন। এদের জন্য চুড়ান্ত ফয়ছালা হ'ল চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শিরক করা অবস্থায়' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন এবং মৃত্যুদাতা বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্যকে শরীক করে, উক্ত আয়াতে তাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ; বুখারী, 'তাওহীদ' অধ্যায় ৪০ অনুচ্ছেদ)*। আবু জাহল ও আবু লাহাবের ন্যায় আজকের যুগেও অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে একক সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা শিরক করে থাকে। উক্ত আয়াতে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায় অনুরূপ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে কোন ধরনের বিকৃতি বা অস্বীকৃতির মাধ্যমে শিরক করা হয়। সমাজে বহু শিরকী কাজ চালু রয়েছে। যেমন মূর্তি পূজা, পীর পূজা, মাযার ও কবরপূজা, মাযারে শিরনী দেয়া, কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া, কবরে চাদর চড়ানো, ফুল দেয়া, মানত করা, তাবীয লটকানো, গায়রুল্লার নামে যবহ করা ও কসম করা ইত্যাদি শিরকী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আর এসব পূজা অর্চনাকে শিরকে আকবার বলে। যা শয়তানী কাজ এবং কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী, শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর, এসবই গর্হিত বিষয় ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে দূরে থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পারো' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

এছাড়াও মানুষ ইবাদতের মাধ্যমে শিরক করে থাকে। প্রাক-ইসলামী যুকে মুশরিকরা কা'বা তাওয়াফের সময় তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে শিরক করত। আর এটাই ইবাদত ও ঈমানের সাথে শিরকের সংমিশ্রণ করেছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুশরিকরা বলত, قَالَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلَكُمْ، قَدْ قَدْ» فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ 'লাব্বায়কা লা- শারীকা লাকা'। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, তোমাদের ক্ষতি হোক, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও (সামনে আর বলে না)। তারা এর সাথে আরও বলত, 'কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরও একজন শারীক আছে- তুমিই যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয়'। তারা এ কথা বলত আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত'।[৩৩] কারণ এর পরের অংশটুকু শির্ক। তারা ঈমানের সাথে শির্ক মিশ্রিত করে ফেলেছে ছিল।

রিয়া প্রদর্শন বা লোক দেখানো ইবাদত করাকে শিরকে আছগার বলা হয়। আর আল্লাহ বিচার দিবসে এমন ব্যক্তিদেরকে তাড়িয়ে দিবেন। মাহমূদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً . 'আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হ'ল শিরকে আছগর (ছোট শিরক)। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেসা করলেন 'হে আল্লাহ্র রাসূল ছোট শিরক কি?' তিনি জওয়াবে বললেন 'রিয়া' লোক দেখানো বা জাহির করা। কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, 'বস্তুজগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হ'তে কোন পুরস্কার পাও কি না'।[৩৪] অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

৩৩. মুসলিম হা/১১৮৫

৩৪. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩৩৪।

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ‘অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে’ *(কাহফ ১৮/১১০)*।

এই রিয়া প্রদর্শন করাকে গুপ্ত শিরকও বলা হয়। এই শিরক দাজ্জালের ফেৎনার চেয়েও ভয়াবহ। ইবাদতে, ছালাতে, ছিয়ামে, তেলাওয়াতে, বক্তৃতার মাঠে সর্বত্র লৌকিকতায় ভরপুর। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى، فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. ‘আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর একটি বিষয় সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, জি বলুন। তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হ’ল গুপ্ত শিরক। (অর্থাৎ) যখন কেউ ছালাত আদায় করতে উঠে ছালাত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এই ভেবে যে লোকেরা তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক’।[৩৫] ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বাস্তবতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছিলেন ‘চন্দ্রবিহীন রাত্রে একটা কালো পাথর বেয়ে উঠা একটা কালো পিঁপড়ার চেয়েও গোপন হ’ল শিরক’।[৩৬]

বর্তমানে সমাজে লৌকিকতায় ছড়াছড়ি। দান করছে এক প্যাকেট খাবার কিন্তু ৫-১০ জন দাতার ছবি দেখানো হচ্ছে। মানুষ দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রেও রিয়া প্রদর্শন করে চলেছে। কী ছোট কী বড়, কী পূর্ণ কী আধা বক্তায় স্যোসাল মিডিয়ার লাইভে এসে বাহাদুরী। শুধু তাই নয়, ইবাদতের ক্ষেত্রেও স্যোসাল মিডিয়াতে এসে পোস্ট করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। এসব দ্বীন প্রচারের নামে রিয়া প্রদর্শন মাত্র। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِهِ. ‘যে ব্যক্তি জনসম্মুখে প্রচারের ইচ্ছায় নেক আমাল করে আল্লাহ তা’আলাও তার কৃতকর্মের অভিপ্রায়ের কথা লোকেদেরকে জানিয়ে ও শুনিয়ে দিবেন। আর যে

৩৫. ইবনে মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩।
৩৬. ছহীহুল জামি‘ হা/৩৭৩০।

ব্যক্তি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করে, আল্লাহ তা’আলাও তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকেদের মাঝে ফাঁস করে দিবেন।[৩৭] লৌকিকতা কয়লার দূর্গন্ধ ধুঁয়ার মত। ইবনু রজব হাম্বালী (৭৩৬-৭৯৫হি.) (রহিঃ) বলেন, وَرَائِحَةُ الرِّيَاءِ كَدُخَانِ الْحَطَبِ، يَعْلُوْ إِلَى الْجَو ثُمَّ يَضْمَحِل وَ تَبْقِى رَائحته الكَرِ يْهَة ‘রিয়া বা লৌকিকতার ঘ্রাণ (উপমা) হ’ল কয়লার ধুঁয়োর ন্যায়। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার দূর্গন্ধ কেবল অবশিষ্ট থাকে’।[৩৮]

শিরকের মাধ্যমে জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হ’তে হয়। সুতরাং শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করবে তার উপর জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম হবে তার চূড়ান্ত ঠিকানা। আর সেদিন যালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না’ *(মায়েদা ৫/৭২)*। আর মনে রাখতে হবে, জীবন বিপন্ন হ’লেও শিরক করা যাবে না। শিরকের পরিণতি ধ্বংস। শিরকের পাপের কোন ক্ষমা নেই। শিরক অতি সঙ্গোপনে আগমন করে। শিরক সমস্ত নেক আমলকে বিফল করে দেয়। শিরক মিশ্রিত ঈমান কখনোই ঈমান হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ। অতএব সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৪. অধিকাংশ লোক ফাসেক :

ফাসেক তাকে বলে, যে শরীয়তের কিছু বিধি-বিধান উপেক্ষার মাধ্যমে ছোট বা বড় গুণাহ করে থাকে। অর্থাৎ, ক্রটিপূর্ণ মুমিনগণ ‘ফাসেক’। কিন্তু তারা ‘কাফের’ বা ইসলাম থেকে খারিজ ও ‘মুরতাদ’ নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا

৩৭. বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬; আহমাদ হা/২০৪৭০।
৩৮. মাজমূউর রাসায়িল, পৃষ্ঠা-৭৫৮।

عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে; আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ কেহ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই ফাসেক *(আলে-ইমরান ৩/১১০)*। অন্যত্র বলেন, قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ 'বলো, হে কিতাবীরা, কেবল এ কারণে কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি? আর নিশ্চয়ই তোমাদের অধিকাংশ ফাসেক' *(মায়েদা ৫/৫৯)*। অন্যত্র বলেন, وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক *(মায়েদা ৫/৪৭)*।

আল্লাহ্র আইনে বিচার ফয়ছালা না করার কারণে গুণাহগার হলেও পুরোপুরি কাফের হয়ে যায় না। যেমন- সূদ-ঘুষ ও প্রবৃত্তির তাড়নায় বিচার-ফয়ছালা করে, তখন সে বিচারক যালিম বা ফাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার কেউ মানুষের উপর যুলুম করার মানসে আল্লাহ্র আইন ব্যতীত বিচার করে, আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়ন করার সুযোগ না থাকে এবং বিচারের অভাবে মানুষের হক নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। তখন সে ফাসেক বলে বিবেচিত হবে। এগুলো বড় শিরক কিংবা কুফরীর পর্যায়ে পড়ে না। যারা এ কাজ করবে, তারা ছোট শিরক বা ছোট কুফরী করেছে বলে গণ্য হবে।[৩৯]

একজন মুমিন ভাই অপর মুমিন ভাইকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৩৯. মাজমু ফাতাওয়া : ২৭/৫৮-৫৯ পৃঃ; মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/১৩০-১৩২ পৃঃ।

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী'।[৪০]

সর্বদা মানুষের প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা উচিৎ। কিন্তু তার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা আবার দোষের নয়। তবে সাবধান অহেতুক কোন মুসলিম ভাইকে 'ফাসেক' অথবা 'কাফের' বলে সম্বোধন করা উচিৎ হবে না।

আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন যে, « لاَ يَرْمِى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ » 'যখন কোন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি 'ফাসেক' অথবা 'কাফের' বলে অপবাদ দেয়, তখনই তা তার উপরেই বর্তায়; যদি তার প্রতিপক্ষ তা না হয়'।[৪১]

ফাসেক ব্যক্তির কথা যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। নতুবা মুসলিম সমাজের ক্ষতি সাধিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করে বস। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. 'কীভাবে থাকবে (মুশরিকদের জন্য অঙ্গীকার)? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তাহলে তারা তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে না। তারা তাদের মুখের (কথা) দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশ ফাসিক' *(তাওবা ৯/৮)*।

৪০. বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/১১৬; মিশকাত হা/৪৮১৪।

৪১. বুখারী হা/৬০৪৫; মিশকাত হা/৪৮১৬; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৩১।

৫. অধিকাংশ ব্যক্তি ধারণা পোষণকারী :

মানুষ সম্পর্কে সুধারণা রাখা উত্তম কাজ এবং এটা কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। পক্ষান্তরে কু ধারণা করা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার মত কাজ এবং এটা মন্দের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। ধারণা বড় মিথ্যা ব্যাপার....।'[৪২]

একজন মুমিন সম্পর্কে অপর মুমিনের ইতিবাচক মনোভাব রেখে তার উপর পূর্ণ সুধারণা রাখা উচিৎ। অন্যথায় নেতিবাচক ধারণা পোষণের মাধ্যমে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত ঘটায়। আর এসবেরই মূল হ'ল নিছক ধারণা ও অনুমান। এই অন্যায় ধারণার কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বিভ্রান্ত। কেননা অধিকাংশ মানুষ ধারণাবশে চলতে পছন্দ করে। অথচ এসব ধারণা তাদের কোন কাজে আসে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 'আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(ইউনুস ১০/৩৬)*। অন্যত্র বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 'তুমি যদি দুনিয়াবাসীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে। তারা নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

অধিকাংশ মানুষের চরিত্র হ'ল নিজেকে পরিশুদ্ধ মনে করে এবং মন্দ বা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে একে অপরের প্রতি মিথ্যারোপ করে ও মন্দ ধারণা পোষণ করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসম্পর্কে নিষেধ করে বলেন, فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না,

৪২. বুখারী হা/৬০৬৪; মিশকাত হা/৫০২৮

أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সর্বাধিক অবগত কে বেশী পরহেযগার' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

মানুষ অন্যের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না বা খবর রাখে না। অন্যের কথা শুনা মাত্রই তা পজিটিভ ধারনা রাখা উচিৎ। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا 'তোমার ভাইয়ের ভেতর থেকে যে কথা বের হয়েছে, তাকে তুমি খারাপ অর্থে নিবে না। বরং কোন কথা শুনামাত্রই উত্তমভাবে নিবে'।[৪৩]

অধিক ধারনা মন্দের প্রসূতিগার। ধারনাকারী ক্রমে ক্রমে ঈমান ও আমল থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ –

'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে ভালবাসে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তওবা কবুলকারী, কৃপাণিধান' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। শয়তান সর্বদা তার কু-বুদ্ধি ও মিথ্যে ধারনা সঠিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল' *(সাবা' ৩৪/২০)*।

অপর ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি খোঁজ করা যেমন অন্যায় ও পাপ তেমনি ফেৎনা ফাসাদ ও শত্রুতা পোষণের অন্যতম মাধ্যম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

৪৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৯২; জামেউল আহাদীছ হা/৩১৬০৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا. 'তোমরা কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, মন্দ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজিও না, একে অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না; বরং ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৪৪]

মিথ্যা ধারনা মানুষের অন্তরকে সংকুচিত করে এবং সর্বদা চিন্তিত রাখে। তাছাড়া পার্থিব জীবনে মানসিক পীড়া ও অশান্তি নিয়ে দিন যাপন করে। আর মানসিক প্রশান্তি বৈষয়িক জীবনে সকল কিছুর চেয়ে উত্তম। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'মানসিক প্রশান্তিই সবচেয়ে বড় প্রশান্তি এবং মানসিক শাস্তিই সবচেয়ে বড় শাস্তি'।[৪৫]

আমাদের উচিৎ সর্বদা অন্য সম্পর্কে ভালো ধারণা অন্তরে পোষণ করা। এতে করে এক দিকে যেমন পাপমুক্ত এবং অপরদিকে অন্তরের প্রশান্তি অনুভব করা যায়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) অসুস্থ হ'লে তার কতিপয় ভাই তাকে দেখতে এসে তাকে বলেন, 'আল্লাহ আপনার দুর্বলতাকে শক্তিশালী করুন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ যদি আমার দূর্বলতাকে শক্তিশালী স্থায়িত্ব দেন, তবে তো আমার মৃত্যু হবে! তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি কল্যাণ ছাড়া কিছুই কামনা করিনি। তখন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, আপনি যদি আমাকে গালিগালাজও করতেন, তবুও আমি তা ভাল অর্থেই নিতাম। [৪৬]

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'যার জিনিস চুরি হয়ে যায় সে ধারণা-অনুমান করতে করতে চোরের চেয়েও অগ্রসর হয়ে যায়'।[৪৭]

৬. অধিকাংশ মানুষ মূর্খ ও পথভ্রষ্ট :

৪৪. বুখারী হা/৫১৪৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫৬৮৭।
৪৫. আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ১০৬।
৪৬. বায়হাক্বী, মানাক্বিবুল ইমাম শাফেঈ ২/১১৬-১১৭; তাবাকাতুশ শাফেঈয়্যাহ আল-কুবরা পৃঃ ১৩৫/১৩৮।
৪৭. আদাবুল মুফরাদ, হা/১৩০১।

সমাজটা দিনে দিনে সুশিক্ষার অভাবে বিবেক বর্জিত হয়ে খোঁড়া সমাজে পরিণত হচ্ছে। মানুষ মানুষকে সম্মান বা অসম্মান করে তার জ্ঞান ও বিবেকের মানদণ্ডে ওপর। কিন্তু বর্তমানে বিবেক বর্জিত ও জ্ঞান খর্বিত জাতি মূর্খদের মত ক্ষমতা, সম্পদ ও সুন্দর ত্বকের মূল্যায়ন করে যাচ্ছে। মানুষের জ্ঞান ও বিবেক যেভাবে লোপ পাচ্ছে, ঠিক সেভাবেই জ্ঞানের ধারাবাহিকতা পরিহার করে মূর্খতাকে তালাশ করছে। মানুষ যখন শয়তানের বশিকরণ শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের সামনে যতই দ্বীনের মু'জিযা দেখানো হোক না কেন, তবুও তারা মূর্খতা প্রকাশ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَ لَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ 'আর যদি আমি তাদের নিকট ফেরেশতা নাযিল করতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত। আর সবকিছু সরাসরি তাদের সামনে সমবেত করতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনত না, যদি না আল্লাহ চাইতেন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ' *(আনআম ৬/১১১)*। পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট *(ইবন কাছীর)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ 'আর এদের পূর্বে প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছিল' *(আস-সাফফাত ৩৭/৭১)*।

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَ مَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ 'আর তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়'*(ইউসুফ ১২/১০৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে' *(আনআম ৬/১১৬)*। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ঈমান না আনলে আপনার কিছু করার নেই। আপনি চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না' *(কুরতুবী)*।

ক্বিয়ামতের পূর্বে সুশিক্ষার হার কমে যাবে এবং মূর্খদের দ্বারা সমাজ ভরে যাবে। আর এই ধরনের অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সমাজের নেতৃত্ব দিবে। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، يَزُولُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَاالْجَهْلُ -
'ক্বিয়ামতের পূর্বে হারজ অর্থাৎ হত্যাকান্ড শুরু হবে। তখন ইলম বিলুপ্ত হবে এবং মূর্খতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে'।[৪৮]

মূর্খতা এমনভাবে বেড়ে যাবে যে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মূর্খ লোকদের হাতে চলে যাওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। নবী করীম (ছাঃ) কা'ব বিন উজরাকে বলেন,

أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ : مَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ :أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِى لاَ يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ.

'আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট মূর্খদের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, মূর্খদের নেতৃত্ব কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার পরে এমন কিছু লোক নেতৃত্বে আসবে, যারা আমার নির্দেশনা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না। আমার সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করবে না। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে এবং তাদের অত্যাচারে সহায়তা করবে, এরা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই'।[৪৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا عَمَّرَ الْمُسْلِمُ كَانَ خَيْرًا لَهُ، قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَخَافُ سِتًّا إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشَأً يَنْشَئُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَسَفْكَ الدَّمِ.

'মুসলিম যতদিন বেঁচে থাকবে সেটিই তার জন্য কল্যাণকর। তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ছয়টি বিষয়ের আশঙ্কা করছি। মূর্খদের নেতৃত্ব, বিচার-ফায়ছালা ক্রয়-বিক্রয় করা, পুলিশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা,

৪৮. বুখারী হা/৭০৬৬; আহমাদ হা/৪১৮৩।
৪৯. হাকেম হা/২৬৪; আহমাদ হা/১৪১৮১; ইবনু হিববান হা/৪৫১৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৪২।

নতুন কিছু সৃষ্টি হওয়া, কুরআনকে বাজনা হিসাবে গ্রহণ করা ও রক্ত প্রবাহিত করা'।[৫০]

যে সকল ব্যক্তি শুধু কুরআনকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে উপেক্ষা করবে, তারাও মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানিনা। যা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করব'।[৫১]

বছরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেঈ বিদ্বান আইয়ূব সাখতিয়ানী (৬৮- ১৩১ হিঃ) নিজ শহরের লোকদের চূড়ান্তভাবে বলে দেন যে, إِذَا حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُّنَّةِ فَقَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذَا وَحَدِّثْنَا مِنَ الْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌّ وَمُضِلٌّ - 'যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে হাদীছ শুনাবে, তখন সে যদি বলে যে, ছাড় এসব, আমাদেরকে কুরআন শুনাও, তখন তুমি জেনো যে, ঐ লোকটি নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে পথভ্রষ্টকারী'।[৫২]

৭. অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত সত্য জানে না ও বোঝে না :

৫০. আহমাদ হা/২৪০১৬; মু'জামুল কাবীর হা/৬০; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৯০১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৬৯।
৫১. আহমাদ হা/ ২৩৯১২; আবুদাঊদ হা/৪৬০৫; তিরমিযী হা/ ২৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩; বায়হাক্বী দালায়েল হা/২৯৩৪; সনদ ছহীহ।
৫২. ছালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ, যাওয়াবে' ফী ওয়াজহিস সুন্নাহ (রিয়াদ : দার আলমিল কুতুব) তাবি, পৃ: ৪৬।

অনেক মানুষ প্রকৃত সত্য বা হক্ব জানার চেষ্টা করে না বা জানে না ও বোঝে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ للهَّ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 'আর তারা বলে, 'কেন তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন নাযিল করা হয়নি'? বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ যে কোন নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না' *(আনআম ৬/৩৭)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَّ لٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط وَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ 'কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে। আর তাদের অধিকাংশই বুঝে না' *(মায়েদা ৫/১০৩)*।

মানুষের স্বভাব ধর্ম অন্যকে দোষারোপ করা। ভালোটা নিজের জন্য এবং মন্দটা অন্যের জন্য এমন কল্পনা করা মানুষের স্বভাব।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ج وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَه ط اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ 'অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, 'এটা আমাদের জন্য।' আর যখন তাদের কাছে অকল্যাণ পৌঁছত তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অশুভলক্ষুণে মনে করত। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না' *(আরাফ ৭/১৩১)*। অন্যত্র বলেন, قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ 'বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না' *(ইউনুস ১০/৬০)*।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসীম কুদরত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও গভীরতর বিচার-বিশ্লেষণের অভাবে একটা বৃহৎ দল ধর্মদ্বেষী হয়ে ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। ফলে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় দলের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা

দেয়। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা এদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে প্রত্যাদেশ করেন যে, إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ 'ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না' *(মুমিন ৫৯)*। অন্যত্র এরশাদ করেন,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

'আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন, এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয় হবে। তোমাদের উপর আকস্মিকভাবেই তা এসে যাবে। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ শুধু আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। কিন্তুঅধিকাংশ লোকই তা জানে না' *(আ'রাফ ১৮৭)*।

পার্থিব জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, যেমন কে কোথায় জন্মগ্রহণ করবে ও মৃত্যুবরণ করবে, আগামী কাল কি ঘটবে, কে ধনী হবে আর কে হবে দরিদ্র, কে হবে ভাগ্যবান আর কে হতভাগ্য, কে হবে অন্ধ, পঙ্গু আর কে হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, আর কখন হবে প্রচন্ড ঝড় ও বৃষ্টি, ভূকম্পন ও ভূমিধ্বস ইত্যাদি, কোন মানুষের পক্ষে তা জানা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ক্বিয়ামতের মতই এগুলো আল্লাহর জানা। তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলতে কোন কিছুই নেই। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

إِنَّاللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই ক্বিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত' *(লোকমান ৩৪)*।

কাফেরদের ভুল ধারণা ও সন্দেহ দূর করা হচ্ছে যে, রিজিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তার সম্পর্ক আল্লাহর ইচ্ছা ও হিকমতের সাথে। এই জন্য তিনি সম্পদ যাকে পছন্দ করেন তাকে দেন এবং যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দেন। তিনি যাকে চান ধনী করেন এবং যাকে চান গরীব করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (হে রাসুল! আপনি) বলুন, 'আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রিজিক বাড়িয়ে দেন অথবা তা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি বোঝে না' *(সাবা ৩৪/৩৬)*।

৮. অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা পোষণকারী :

অধিকাংশ মানুষ মানুষের প্রতি এবং তার সৃষ্টিকর্তা রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। শুকরিয়া না করার জন্য মানুষ প্রতিপালকের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, اِنَّ اللهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তো মানুষের উপর অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় করে না'*(বাক্বারাহ ২/২৪৩)*। অন্যত্র বলেন, اَللهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ اِنَّ اللهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ 'আল্লাহ রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে আলোকোজ্জ্বল করে সৃষ্টি করেছেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না' *(মুমিন ২৩/৬১)*। তিনি আরো বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ. 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা আদায় কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে আমার আজাব অবশ্যই কঠিন' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

বান্দার প্রতি শুকরিয়া আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া স্বরূপ। আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ 'যে ব্যক্তি

মানুষের শুকরিয়া করেনা সে আল্লাহ্রও শুকরিয়া করেনা।[৫৩] এই হাদীছের ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে, মানুষের অনুগ্রহকে অস্বীকার করা এবং তাদের সৎ কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা যার স্বভাব ও অভ্যাসের পরিণত হবে সে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহকেও অস্বীকার করা এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাও তার অভ্যাসের পরিণত হবে। বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিঃসন্দেহে তিনি গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ বান্দা মানুষের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করবে এবং তাদের সদাচরণকে অস্বীকার করবে। এটা মূলত দু'টি বিষয়ের একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে।[৫৪]

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۗ وَ لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ 'তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না' *(আরাফ ৭/১৭)*। অন্যত্র বলেন, وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ 'আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের কিয়ামাতের দিন সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক, মানুষের উপর আল্লাহর খুবই অনুগ্রহ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ' *(আরাফ ৭/১৭)*।

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, আর না তা স্বীকার করে। হয়তো বা তা কুফরি ও অস্বীকার করার কারণ। যেমন- কাফেরদের অভ্যাস। নতুবা অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যে ওয়াজিব এ ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে। যেমন- মূর্খদের আচরণ।

৯. অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামী :

---

৫৩. তিরমিযী হা/১৯৫৫ মিশকাত হা/৩০২৫ ছহীহুল জামি' হা/৬৫৪১।
৫৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/১৯৫৫।

পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপরে ভিত্তি করেই কিয়ামতের মাঠে বিচার ফয়সালা করা হবে এবং তার পরকালীন জীবনের চূড়ান্ত ঠিকানা নির্ধারিত হবে। তবে তাদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে জাহান্নামের আযাবের তারতম্য হবে। যেমন মুনাফিক্বদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে হবে *(নিসা ৪/১৪৫)*। আবার জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশন কারো টাখনু পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত আবার কারো মাথা পর্যন্ত পৌঁছবে।[৫৫] কারো দু'পায়ের নিচে আগুনের দু'টি অঙ্গার রাখা হবে, যাতে তার মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে।[৫৬] কাউকে আবার আগুনের ফিতা সহ দু'খানা জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে।[৫৭] এভাবে জাহান্নামে পাপীদের আযাব দেয়া হবে।

জাহান্নামীদের চেহারাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আবৃত করে রাখবে এবং বিদগ্ধ চেহারায় তাদেরকে আলকাতরার মত কালো পোশাক পরিধান করানো হবে। আল্লাহ তা'আলার বলেন, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَاللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ 'যেদিন তাদের মুখমন্ডল জাহান্নামের আগুনে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করতাম' *(আহযাব ৩৩/৬৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِيْنَ فِيْ الْأَصْفَادِ، سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَ تَغْشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ. 'সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন দগ্ধিভূত করবে তাদের মুখমন্ডলকে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৯-৫০)*। যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, জাহান্নাম এমন একটি ভয়ংকর আবাসস্থল সেখানের অধিবাসীরা এবং সকল কিছুই হবে কৃষ্ণবর্ণের। যেমন খাবার, পানি ও গাছ হবে কালো বর্ণের।[৫৮]

ক. অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি :

৫৫. মুসলিম হা/৭৩৪৯।

৫৬. বুখারী হা/৬৫৬২।

৫৭. মুসলিম হা/৫৩৯; মিশকাত হা/৫৪২৩।

৫৮. তাফসীরে কুরতুবী ১০/৩৯৪ পৃঃ 'সূরা কাহফ-এর ব্যাখ্যা দৃষ্টব্য।

ধনী ব্যক্তিদের পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে গরীব মানুষ জান্নাতে যাবে। আর ধনী ব্যক্তিরা তাদের মালের হিসেব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর ধনী ব্যক্তির যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ শাস্তির কথা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ- 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, তা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সেদিন ঐগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তদ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে (আর বলা হবে,) এটা সেই মাল, যা তোমরা নজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। অতএব তোমরা এর স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

যে সকল ধনী ব্যক্তি সম্পদের যাকাত প্রদান করেনি, তাদের মাল আগুণে পরিণত হবে এবং সারা শরীরে ছ্যাকা দেয়া হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. 'যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা আগুনের পাত্ররূপে পেশ করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তার কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেয়া হবে। যখন উহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় গরম করা হবে। এ অবস্থা ক্বিয়ামতের পুরো দিন চলতে থাকবে, যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান হবে। অতঃপর বান্দাদের মাঝে বিচার করা হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের

হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের দিকে, না জাহান্নামের দিকে'।[৫৯]

যারা তাদের সম্পদকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে পবিত্র করেনি, তাদের মাল একটি বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে এবং গলায় পেচিয়ে শাস্তি দিতে থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ آتَاهُ للهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي بشدقيه – يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ . ثُمَّ تَلَا هَذِه الْآيَة: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ للهُ من فَضله 'আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত দেয়নি, ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত মাল মাথায় টাক পড়া সাপের আকৃতি ধারণ করবে। যার চোখের উপর দু'টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলা পেচিয়ে ধরে শাস্তি দিতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু তারা কৃপণতা করল, তারা যেন ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। ক্বিয়ামতের দিন ঐ মালকে বেড়ি আকারে তার গলায় পরানো হবে'।[৬০]

দুনিয়ার বিত্তবান ব্যক্তিদের জন্য দুর্ভোগ যারা সম্পদ ভোগ বিলাসের জন্য অপচয় করেছে।[৬১] আর তাদের পতিপত্তি, প্রভাবশালী, ক্ষমতাধর, অহংকারী, বিলাস প্রিয় সম্পদশালী পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা, সেদিন জাহান্নামে তীব্র দাহনে প্রবেশ করবে, তারা জাহান্নামে প্রবেশের সাথে সাথেই দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিলাসী জীবনের কথা ভুলে যাবে। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَال: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ

৫৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮১ 'যাকাত' অধ্যায়।

৬০. আলে ইমরান ১৮০; বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮২ 'যাকাত' অধ্যায়।

৬১. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৯, সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪১২।

الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ. فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شدَّة قطّ .

'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হ'তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কল্যাণ দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম হে প্রভু! অপরদিকে জান্নাতীদের মধ্য হ'তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে ঢুকানোর পর বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কষ্ট দেখেছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ অতিক্রম করেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম! আমার উপর কোনদিন কোন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি'।[৬২]

বান্দার হক্ব নষ্টকারী ব্যক্তি সেই বান্দার নিকটে ক্ষমা করিয়ে না নিলে ক্বিয়ামতের দিন নিজের নেকী দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة بِصَلَاة وَصِيَام وَزَكَاة وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِح فِي النَّار. 'তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব বা দরিদ্র কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবাবপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রকৃত নিঃস্ব, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত (নেকী) নিয়ে উপস্থিত হবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের

৬২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৯।

কাউকে (দুনিয়াতে) সে গালি দিয়েছে, কারো উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ জবরদখল করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। এরপর পাওনাদারদেরকে একে একে তার নেকী থেকে প্রদান করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ তার উপর চাঁপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৬৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[৬৪]

খ. অধিকাংশ নারী :

জাহান্নামী ব্যক্তিরা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জগতে সবচেয়ে বেশী লাঞ্চিত হবে। যদিও তারা দুনিয়াতে নিজেদেরকে মহা সম্মানিত মনে করে। তবে আফসোসের বিষয় হ'ল জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী গোষ্ঠী। জাহান্নামী নারী রব্বুল 'আলামীন ও রব্বুল বা'য়িত অর্থাৎ- সারা বিশ্বের প্রতিপাল আল্লাহ ও বাড়ীর কর্তা স্বামীর প্রতি অধিক অকৃতজ্ঞ থাকে। এই ধরনের কুফরীর কারণে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ .... فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ . 'জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম,

৬৩. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।
৬৪. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।

তাতে যারা প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই নারী'।[৬৫] অন্যত্র তিনি বলেন, وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. 'জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখলাম যে, এর অধিকাংশই হ'ল নারী'।[৬৬]

স্বামীর অবাধ্যতা ও ভাল ব্যবহার অস্বীকার করা হ'ল কুফরী। বিবাহের পর স্বামীই তার স্ত্রীর মূল অভিভাবক। অতএব স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয হবে না। আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূললুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দীর্ঘ রুকু, কিয়াম ও সিজদাসহ সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায় করি এবং ছালাত শেষে লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হ'তে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। জওয়াবে তিনি বলেন, إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. 'আমি জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়াতে থাকা পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। সেখানে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী'। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কী কারণে অধিকাংশ নারী? তিনি বলেন, بِكُفْرِهِنَّ. 'তাদের কুফরীর কারণে'। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি বলেন, يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. 'তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহ্সান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারু প্রতি সারা জীবন সদাচরণ করো, অতঃপর সে তোমা হ'তে সামান্য ত্রুটি পায়, তাহ'লে বলে ফেলে, তোমার কাছে থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না'।[৬৭] আর স্বামীর সাথে কুফরী

৬৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৩।
৬৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৪।

কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না'।[৬৭] আর স্বামীর সাথে কুফরী করা স্ত্রীরা জাহান্নামী হবে। অন্যত্র এসেছে, রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মহিলাকে বলেন, فَانْظُرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. 'লক্ষ্য রেখো, তোমার স্বামীই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[৬৮]

স্বামীর নিকটে অকারণে তালাক কামনাকারীনী স্ত্রী জান্নাতে যাবে না। হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ 'যে মহিলা তার স্বামীর কাছে অকারণে তালাক কামনা করে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না'।[৬৯]

স্বামীকে কষ্ট দিলে জান্নাতের হুররা সেই স্ত্রীর প্রতি ভর্ৎসনা করে থাকে। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُؤْذِى امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. 'পৃথিবীতে কোন স্ত্রীলোক যখনই তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই (জান্নাতের) বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্যে তার (ভাবী) স্ত্রী বলে, হে অভাগিনী! তাকে কষ্ট দিও না। তোমাকে আল্লাহ তা'আলা যেন ধ্বংস করে দেন! তোমার নিকট তো তিনি কিছু সময়ের মেহমান মাত্র। শীঘ্রই তোমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আমাদের নিকট চলে আসবেন'।[৭০]

গ. অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ও হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী :

আত্মসাৎ একটি গর্হিত কাজ। সাধারণ চুরির চেয়ে সম্পদ আত্মসাৎ অধিক গুণাহের কাজ। এ পাপের কারণে বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর মুমিন বান্দা ছাড়া এমন গর্হিত কাজ থেকে অন্য কেহ বিরত থাকে না। আল্লাহ

৬৭. বুখারী হা/১০৫২; মুসলিম হা/৯০৭; মিশকাত হা/১৪৮২; নাসাঈ হা/১৪৯৩; আহমাদ হা/১৭১১, ৩৩৭৪; ইবনে হিব্বান হা/১৩৭৭।

৬৮. আহমাদ হা/১৯০২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১২।

৬৯. তিরমিযী হা/১১৮৬; ছহীহ হাদীছ।

৭০. তিরমিযী হা/১১৭৪; মিশকাত হা/৩২৫৮; আহমাদ হা/২২১৫৪; ছহীহুল জামি' হা/৭১৯২।

তা'আলা বলেন, وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ قَلِيْلٌ مَّا هُمْ. 'আর শরীকদের অনেকেই একে অন্যের উপর সীমলঙ্ঘন (সম্পদ আত্মসাৎ) করে থাকে। তবে কেবল তারাই এরূপ করে না যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। আর এরা সংখ্যায় খুবই কম' *(ছোয়াদ ৩৮/২৪)*।

পেশাদার যেনাকারী ও মাল আত্মসাৎকারী ইবাদত ও দো'আ কিছুই কবূল হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةٌ تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارٌ 'মধ্যরাত্রিতে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন। কোন আহ্বানকারী আছে কি? তার সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হবে। কোন যাচঞাকারী আছে কি? তাকে প্রদান করা হবে। আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি? তার বিপদ দূর করে দেওয়া হবে। এই সময় কোন মুসলিম বান্দা যে দো'আ করে, আল্লাহ তার সে দো'আ কবূল করেন। তবে সেই যেনাকারিণীর দো'আ কবুল করা হয় না, যে তার লজ্জাস্থানকে ব্যভিচারে নিয়োজিত রাখে এবং যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাৎ করে'।[৭১]

অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি মহাপাপী। এদের ইবাদত, যিকির ও দোআ কিছুই কবূল হয় না। এরা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তখন, যখন আল্লাহ ভিষণ রাগান্বিত থাকবেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ ، لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . 'যে ব্যক্তি কারো সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খায়, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন'।[৭২]

৭১. ছহীহাহ হা/১০৭৩; ছহীহুল জামে' হা/২৯৭১; আত-তারগীব হা/২৩৯১।

৭২. বুখারী হা/৭৪৪৫।

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে সম্পদ আত্মসাতের হিসাব আবারও গ্রহণ করা হবে। কারন কোন ব্যক্তি ওয়ারিশকে তার হক্ব থেকে বঞ্চিত করলে আল্লাহ তাকেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'যে ব্যক্তি কোন ওয়ারিসকে তার অংশ থেকে বঞ্চিত করলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের অংশ থেকে বঞ্চিত করবেন'।[৭৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا. 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যমীন থেকে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করো' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। এর বিপরীত খাদ্য হারাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী, শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর, এসবই গর্হিত বিষয় ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে দূরে থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পারো' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

হারাম ভক্ষণকারীর ইবাদত দো'আ ও যিকির কবূল হয় না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি রাসূলদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন একই নির্দেশ মুমিনদের প্রতিও জারী করেছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। তিনি আরও বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ

৭৩. সুনানে ইবনু মাজাহ হা/২৭০৩।

أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ 'অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। যে দীর্ঘ সফর করেছে। যার চুল উষ্কখুষ্ক, কাপড় ধূলিমলিন। সে আকাশ পানে দু'হাত প্রসারিত করে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারা দেহ গঠিত। কাজেই এমন ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবূল হ'তে পারে'?[৭৪] অন্যত্র, আবূ বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ. 'হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৭৫] ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب، 'হালাল খাওয়া, হালাল পান করা, হালাল পরিধান করা ও হালাল খেয়ে পরিপুষ্ট হওয়া দো'আ কবূল হওয়ার শর্ত'।[৭৬]

হারাম রূযী ভক্ষণকারীর পরিণতি সম্পর্কে ইবনুল জাওযী (রাহিঃ) বলেন, اَلْحَرَامُ مِنَ الْقُوْتِ نَارٌ تُذِيْبُ شَحْمَةَ الفِكْرِ، وَتُذْهِبُ لَذَّةَ حَلاَوَةِ الذِّكْرِ، وَتُحَرِّقُ ثِيَابَ إِخْلاَصِ النِّيَّاتِ، وَمِنَ الْحَرَامِ يَتَوَلَّدُ عَمَى الْبَصِيْرَةِ وَظَلاَمِ السَّرِيْرَةِ. 'হারাম খাদ্য এমন এক আগুন, যা চিন্তা শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়, যিকিরের স্বাদ দূরীভূত করে দেয় এবং নিয়তের পরিশুদ্ধিতার পোষাক জ্বালিয়ে দেয়। আর হারাম খাদ্য গ্রহণের ফলে চোখে ও অন্তরজুড়ে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে'।[৭৭] হারাম ভক্ষণকৃত শরীর জান্নাতে যাবে না যক্ষণ না তা জাহান্নামে পুড়ে পরিশুদ্ধ হবে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نبتَ من السُّحْتِ وكلُّ لحمٍ نبتَ من السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. 'যে দেহ হারাম উপার্জনে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে

৭৪. মুসলিম হা/৬৫, মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; ছহীহুল জামি' হা/২৭৪৪; মিশকাত হা/২৭৬০।

৭৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭।

৭৬. ইবনু রজব আল-হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম খন্ড (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ২৯৩।

৭৭. বাহরুদ দুমূ', পৃষ্ঠা-১৪৬।

দেহ হারাম উপার্জনে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম ধন-সম্পদে গঠিত ও লালিত পালিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযোগী'।[৭৮]

ঘ. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী :

কুরআন মাজীদে আল্লাহ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। আর ঐসকল ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর লানতে নিজেকে পরিপূর্ণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ، أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- 'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকে লা'নত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৩)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনু নাছের আস-সা'দী বলেন, এতে দু'টি বিষয় রয়েছে। ১. আল্লাহর আনুগত্য আবশ্যকীয় করে নেয়া এবং তাঁর আদেশকে যথার্থভাবে পালন করা। এটা কল্যাণ, হেদায়াত ও কামিয়াবী। ২. আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়া, তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন না করা। যার দ্বারা দুনিয়াতে কেবল বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আর এ বিপর্যয় সৃষ্টি হয় পাপাচার ও অবাধ্যতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করার কারণে। তারাই ঐসকল লোক যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে। আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে তাদেরকে দূর করে দিয়ে এবং তাঁর ক্রোধের নিকটবর্তী করে তাদের অভিসম্পাত করেন'।[৭৯]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি থেকে আশ্রয় কামনা করা উচিৎ। আর ঐসকল লোক ক্ষমতা পেলে দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করার আশংকাও রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৭৮. মিশকাত হা/ ২৭৭২।

৭৯. আব্দুর রহমান ইবনু নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, ১/৭/৮৮, সূরা মুহাম্মাদ ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

خَلَقَ للهُ الْخَلْقَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهَا مَهْ . قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ . قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ . قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ . قَالَ فَذَاكِ لَكِ.

'আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলে 'রাহিম (রক্ত সম্পর্কে) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ্ বললেন, যে তোমাকে সম্পর্কযুক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পর্কযুক্ত রাখব; আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব এতে কি তুমি খুশী নও? সে বলল, নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হ'ল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 'ইচ্ছে হলে তোমরা পড়, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করবে'।[৮০]

আত্মীয়তা হ'ল শ্রেষ্ঠ বন্ধন ও সম্পর্ক। বিপদে-আপদে এরাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সাথে যদি সম্পর্ক না রাখা হয় তাহলে আল্লাহ নারাজ হোন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশে বিরত রাখেন। জুবায়র ইবনু মুতইম (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৮১] তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'জান্নাতে প্রবেশ করবে না মদ পানকারী, জাদুতে বিশ্বাসী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী'।[৮২]

৮০. বুখারী হা/৪৮৩০; মুসলিম হা/২৫৫৪।

৮১. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২।

৮২. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৮।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর নেক আমল আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ. 'আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ তা'আলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীর আমল গ্রহণ করা হয় না'।[৮৩]

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখিরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই। আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. 'দু'টি গুনাহ্ ছাড়া এমন কোনো গুনাহ্ নেই যে গুনাহ্গারের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিৎ; উপরন্তু তার জন্য আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। গুনাহ্ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী'।[৮৪]

যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর ক্ষতি করে সে কখনও মুমিন হতে পারে না। আর মুমিন ব্যতীত কেহ জান্নাতে যেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শপথ করে তিনবার বলেন, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ. 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[৮৫]

৮৩. আহমাদ হা/১০২৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৩৮; হাসান ছহীহ।
৮৪. তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৫৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৩৭; সনদ ছহীহ।
৮৫. বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।

প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় নয় এবং জান্নাতে যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. 'ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[৮৬] আর প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না'।[৮৭]

ঙ. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপ, দাইউস ও খোটাদানকারী ব্যক্তি :

চার ব্যক্তি জান্নামে যাবে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদ পানকারী মাতাল, দান করার পরে খোটা দেয় এবং গর্ব করে সকলের কাছে বলে বেড়ায় এবং পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়া দাঊস ব্যক্তি। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ 'আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি'।[৮৮] অন্যত্র বলেন, وثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ العاقُّ لِوَالِدَيْهِ والمُدْمِنُ الخَمْرَ والمَنَّانُ بِما أَعْطَى 'তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়'।[৮৯]

৮৬. মিশকাত হা/৪৯৯১; শু'আবুল ঈমান হা/৩৩৮৯; ছহীহুল জামি' হা/১১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯।
৮৭. মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬৩; ছহীহুল জামি' হা/৭৬৭৫।
৮৮. আহমাদ হা/৬১১৩; মিশকাত হা/৩৬৫৫।
৮৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৪; হাসান ছহীহ।

চ. অত্যাচারী শাসক ও পুরুষের বেশ ধারণকারীণী রমণী :

সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম হ'ল অত্যাচারী শাসক। যারা প্রজার সম্পদ লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে। আর যে সকল নারী পুরুষের মত পোষাক পরিধান করে এবং পরপুরুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও আকর্ষিত হয়। এছাড়া উটের কুঁজের মত করে মাথায় খোঁপা করে। এরা এতই দুর্ভাগা হবে যে, জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই প্রকার জাহান্নামী লোক আমি প্রত্যক্ষ করিনি (এক) এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (দুই) এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা এমন পোশাক পরবে অথচ তারা উলঙ্গ থাকবে, অন্যের প্রতি নিজেদের আকর্ষণ করবে এবং নিজেরাও অন্যদের আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে'।[৯০]

পুরুষের পোশাক বলে পরিচিত তা নারীরা পরিধান করলে তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ হবে। এমনি নারীদের মাথার চুল ছোট করে পুরুষের বেশ ধারণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনভাবেই নারীরা তাদেও ঢিলে ঢালা পোশাকের পরিবর্তে পুরুষের পোশাকের মত পোশাক পরিধান করতে পারবে না। তাহলে তাদেও ওপর লানত পড়বে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ. 'সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন যে, মহিলার পোশাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে'।[৯১]

৯০. মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩২৬।

উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে'।[৯১] অন্যত্র এসেছে, ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ. 'নবী (ছাঃ) হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন'।[৯২] তিন শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামে যাবে। তন্মধ্যে পুরুষের বেশধারী নারী অন্যতম। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوثُ وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ. 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী'।[৯৩] আবূ মুলায়কা (রাঃ) বলেন, قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ 'একদা আয়িশা (রাঃ)-কে বলা হ'ল- একটি মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়িশা (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন'।[৯৪]

ছ. রিয়া বা লৌকিকতা প্রদর্শনকারী :

রিয়া প্রদর্শন করা শিরকে আছগার বা ছোট শিরক বলা হয়। আর আল্লাহ বিচার দিবসে এমন ব্যক্তিদেরকে তাড়িয়ে দিবেন। মাহমূদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا

৯১. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৯; হাদীছ ছহীহ।
৯২. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৮।
৯৩. ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৭০; হাসান ছহীহ।
৯৪. আবূদাঊদ হা/৪০৯৯; মিশকাত হা/৪৪৭০; হাদীছ ছহীহ।

فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً. ‘আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হ’ল শিরকে আছগর (ছোট শিরক)। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেসা করলেন ‘হে আল্লাহ্র রাসূল ছোট শিরক কি?’ তিনি জওয়াবে বললেন ‘রিয়া’ লোক দেখানো বা জাহির করা। কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, ‘বস্তুজগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হ’তে কোন পুরস্কার পাও কি না’।[৯৫]

আর এই রিয়া প্রদর্শন করাকে গুপ্ত শিরকও বলা হয়। এই শিরক দাজ্জালের ফেৎনার চেয়েও ভয়াবহ। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى، فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. ‘আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর একটি বিষয় সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, জি বলুন। তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হ’ল গুপ্ত শিরক। (অর্থাৎ) যখন কেউ ছালাত আদায় করতে উঠে ছালাত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এই ভেবে যে লোকেরা তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক’।[৯৬] ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বাস্তবতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছিলেন ‘চন্দ্রবিহীন রাত্রে একটা কালো পাথর বেয়ে উঠা একটা কালো পিঁপড়ার চেয়েও গোপন হ’ল শিরক’।[৯৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِهِ. ‘যে ব্যক্তি জনসম্মুখে প্রচারের ইচ্ছায় নেক আমাল করে আল্লাহ তা’আলাও তার কৃতকর্মের অভিপ্রায়ের কথা লোকেদেরকে জানিয়ে ও শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে

---

৯৫. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩৩৪।
৯৬. ইবনে মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩।
৯৭. ছহীহুল জামি‘ হা/৩৭৩০।

কোন নেক কাজ করে, আল্লাহ তা’আলাও তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকেদের মাঝে ফাঁস করে দিবেন।[৯৮]

ইবনু রজব হাম্বালী (৭৩৬-৭৯৫হি.) (রহিঃ) বলেন, وَرَائِحَةُ الرِّيَاءِ كَدُخَانِ الْحَطَبِ، يَعْلُوْ إِلَى الْجَو ثُمَّ يَضْمحل وَ تَبْقِى رَائحته الكَرِيْهَة ‘রিয়া বা লৌকিকতার ঘ্রাণ (উপমা) হ’ল কয়লার ধুঁয়োর ন্যায়। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার দূর্গন্ধ কেবল অবশিষ্ট থাকে’।[৯৯]

রিয়া প্রদর্শনকারী ব্যক্তি সকল জাহান্নামী হবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা লোক দেখানে কোন ইবাদত কবূল করেন না। যেমন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় সর্বপ্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যার ওপর ফয়সালা করা হবে, সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে, অতঃপর তাকে আল্লাহ্র নি‘আমতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ‘তুমি এতে কি আমল করেছ?’ সে বলবে, قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. আপনার জন্য জিহাদ করে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ‘মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি এ জন্য জিহাদ করেছ যেন তোমাকে বীর বলা হয়, অতএব তা বলা হয়েছে’। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আবারও আলিম ব্যক্তিকে আনা হবে, যে ইলম শিখেছে, শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছে। অতঃপর তাকে তার নি‘আমতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ‘তুমি এতে কি আমল করেছ?’ সে বলবে, تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. আমি ইলম শিখেছি ও শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, كَذَبْتَ

---

৯৮. বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬; আহমাদ হা/২০৪৭০।
৯৯. মাজমূঊর রাসায়িল, পৃষ্ঠা-৭৫৮।

কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ. ‘মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি ইলম শিক্ষা করেছ যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেছ যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। অতএব তা-ই বলা হয়েছে’। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পুনরায় আরও এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যাকে আল্লাহ সচ্ছলতান সাথে সকল প্রকার ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার নি‘আমতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ‘তুমি এতে কী আমল করেছ?’ সে বলবে, مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا আপনি পছন্দ করেন এমন কোন খাত নেই, যেখানে আমি আপনার জন্য দান করিনি। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ‘মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি দান করেছ যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। অতএব বলা হয়েছে’। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[১০০]

জ. ঝগড়াটে, হঠকারী ও অহংকারকারী ব্যক্তি :

অহংকার হ’ল আল্লাহ্র চাদর। আর তা নিয়ে টানাহেচড়া করলে সেই ব্যক্তির পরিণাম জাহান্নাম। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ. মহা সম্মানিত প্রতাপশালী আল্লাহ বলেছেন, ‘মাহাত্ম্য হচ্ছে তার লুঙ্গী, আর অহংকার তার চাদর। যে ব্যক্তি এ দু’টির যে কোন একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাকে

১০০. মুসলিম হা/১৯০৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫১৮; ছহীহুল জামি হা/২০১৪।

দু’টির যে কোন একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাকে আমি শাস্তি প্রদান করব’।[১০১]

অহংকার প্রদর্শনকারী ব্যক্তি শয়তানের মত কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ‘সে (ইবলীস) নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল’ *(বাকারাহ ২/৩৪)*।

ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারীরা জান্নাতে যাবে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ’ল দুর্বল এবং যাদেরকে লোকেরা দুর্বল ভাবে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে কিছু বলে, আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ’ল বাতিল কথার উপর ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারী’।[১০২]

দম্ভভরে সত্যকে অস্বীকারকারী এবং অন্যকে তুচ্ছকারী জান্নাতে যাবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

‘যার অন্তরে অনু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, কোন ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা মনোরম হোক। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যই পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের তুচ্ছ মনে

১০১. মুসলিম হা/৬৮৪৬; ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/২৮৯৮।
১০২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬ ‘ক্রোধ ও অহংকার’ অনুচ্ছেদ।

করা'। [১০৩] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ 'যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১০৪]

মুমিন ব্যক্তি সর্বদা দ্বীনের গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত হবে। ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করবে। আর এ গণ্ডির বাহিরে চলে এমন অধিকাংশ মানুষ হবে জাহান্নামী। সামান্য সামান্য কাজের প্রতিফল হিসেবে এ শাস্তি রাখা হয়েছে।

ঝ. অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী ও খোঁটাদানকারী :

মুমিন মানুষ সর্বদা মেপে মেপে পরিমিত কথা বলবে। বাচাল, অশালীন ও কর্কষভাষী, অভিশাপ দেয় এমন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। এরা সরাসরি জান্নাতে যেতে পারবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ. 'মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল কাজ সম্পাদনকারী এবং কটুভাষী হতে পারে না'।[১০৫] অন্যত্র আনাস (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا، وَلاَ لَعَّانًا، وَلاَ سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী বা গালি বর্ষণকারী ছিলেন না। অসন্তুষ্ট হলে তিনি বলতেনঃ তার কি হলো? তার কপাল ধূলিমলিন হোক'।[১০৬]

ঞ. পিতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তি পিতা বলে দাবীকারী :

কোন ব্যক্তি স্বজ্ঞানে অন্য ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে দাবী করলে সে ব্যক্তি মুমিন থাকে না এবং তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায়। হযরত সা'দ ও আবু

১০৩. মুসলিম হা/২৭৫।
১০৪. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৭।
১০৫. তিরমিযী হা/১৯৭৭, হাসান হাদীছ।
১০৬. বুখারী হা/৬০৪৬; মিশকাত হা/৫৮১১।

বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. 'যে ব্যক্তির পিতৃপরিচয় থাকা সত্ত্বেও জেনে বুঝে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে, তার জন্য জান্নাত হারাম'।[১০৭]

ট. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি নাফারমানী ব্যক্তি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি যারা আনুগত্য করেন, কেবল তারাই জান্নাতে যাবেন। আর নাফারমান ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায় না। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، إِلاَّ مَنْ أَبَى 'আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে অস্বীকার করেছে'। ছাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অস্বীকার করেছে? তিনি বললেন, مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى 'যারা আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা জান্নাতে যাবে। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করেছে'।[১০৮]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى ، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ 'আমরা (পৃথিবীতে) সর্বশেষে আগমনকারী এবং (জান্নাতে) সর্বাগ্রে প্রবেশকারী। আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল; আর যে ব্যক্তি আমার নফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলারই নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল; আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করল। ইমাম তো ঢাল স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে

১০৭. বুখারী হা/ ৪৩২৬; মুসনাদের আহমাদ হা/১৪৯৯; সনদ ছহীহ।
১০৮. বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।

নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। অনন্তর যদি সে আল্লাহর তাক্বওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য এর প্রতিদান রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণতি তার উপরই বর্তাবে।[১০৯]

রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা হয়। আর যে ব্যক্তি তা না করে অবশ্যই সে নাফারমানী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَاللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَىاللهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. 'যে মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আসলে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করল। আর মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি'।[১১০]

ঠ. বিনা অপরাধে জিম্মীকে যে হত্যাকারী :

ইসলামে যিম্মদার ব্যক্তির সাথে উত্তম আচরণ করতেবলা হয়েছে। তাকে হত্যা করা বড় পাপ। হত্যাকারী জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا 'যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দুরত্ব থেকে পাওয়া যাবে'।[১১১]

ড. বাহাদুরি জাহির ও মানুষকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইলম অর্জনকারী :

একজন ইলম অর্জনকারী জ্ঞানের ভারে নূয়ে পড়ে। তারা দুনিয়াতে বিনয়ী ও আখিরাতমূখী হয় এবং বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে বাহাদুরী জাহির ও মানুষকে আকৃষ্ট করা ব্যক্তিগণ বৈষয়িক কথাবার্তায় চমৎকার মিষ্টভাসী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ভিষণ ঝগড়াতে ব্যক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

১০৯. বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১; ছহীহুল জামি' হা/৪৫১৩।
১১০. বুখারী হা/৭২৮১, 'কুরআন ও সান্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৪৪।
১১১ .বুখারী হা/৩১৬৬।

বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ 'আর মানুষের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা নিজের মনের কথার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষ্য স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক' *(বাকারাহ ২/২০৪)*।

বাহাদুরী জাহির করা ও ঝগড়াটে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ. 'যে ব্যক্তি আলেমদের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং নিজের দিকে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন'।[১১২]

মালিক বিন দিনার (রাহিঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমল করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে, তার অর্জিত জ্ঞান তাকে ভদ্র-বিনয়ী ও নম্র বানায়। আর যে ব্যক্তি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে, তার অর্জিত জ্ঞান তাকে অহংকারী ও বখাটে বানায়'।

একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করতে হবে। অন্যথায় কিয়ামতের মাঠে লাঞ্ছিত হতে হবে এবং জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না'।[১১৩]

১১২. ইবনু মাজাহ হা/২৬০; হাসান হাদীছ।
১১৩. আবূ দাঊদ হা/৩৬৬৪; মিশকাত হা/২২৭; আহমাদ হা/৮৪৩৮; ইবনু হিব্বান হা/৭৮।

ঢ. চোগলখোর ব্যক্তি :

চোগলখোরী নিন্দনীয় গুনাহ্। অধিক কসমকারী, লাঞ্চিত ব্যক্তি পশ্চাতে নিন্দাকারী এবং চোগলখোরী করে বেড়ায় এমন ব্যক্তি। প্রত্যেক চোগলখোর ও প্রত্যেক পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নিন্দাকারীদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী *(হুমাযাহ ১০৪/০১)*। অন্যত্র বলেন, هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ পিছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখুরী করে বেড়ায় *(কালাম ৬৮/১১)*।

চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। এর জন্য জাহান্নাম অনিবার্য। হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১১৪]

ণ. চুলে কালো কলপ ব্যবহারকারী :

চুলে কালো কলপ ব্যবহার করা সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে হলুদ অথবা লাল রং দিয়ে সাদা দাঁড়ি ও মাথার চুল রাঙাতে হবে। কেননা এটা ইহুদী-নাছারাদের বিরোধীতা করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ 'শেষ জামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে; যারা পায়রার ছাতির মতো কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না'।[১১৫]

ত. অধিনস্থদের সাথে খেয়ানতকারী নেতা :

খেয়ানতকারী দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে হেয়প্রতিপন্ন হবে। কিয়ামতের মাঠে খেয়ানতকারী প্রত্যেক ব্যক্তি জন্য আলাদা আলাদা পতাকা দেয়া হবে, যা তার পিঠের পেছনে পঁতে দেওয়া হবে। আর জনগণের খেয়ানতকারী সবচেয়ে বড় খেয়ানতকারী। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে

১১৪. বুখারী হা/৬০৫৬; মুসলিম হা/১০৫; মিশকাত হা/৪৮২৩।
১১৫. আবুদাউদ হা/৪২১২; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯৭; ছহীহ হাদীছ।

বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ 'প্রত্যেক খেয়ানতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন একটি ঝাণ্ডা থাকবে, যা তার পিঠের পিছনে পুঁতে দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার খেয়ানতের পরিমাণ অনুযায়ী সেটি উঁচু হবে। সাবধান! জনগণের নেতার খেয়ানতের চাইতে বড় খেয়ানত আর হবে না'।[১১৬]

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা খেয়ানত করতে নিষেধ করে বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوااللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوآ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। কিন্তু খেয়ানতকারীর যদি নেতা হয়, তবে তা বড় আফসোসের বিষয় হবে। কারণ নেতার অধিনস্থ ব্যক্তিরা নেতাকে অনুসরণ করে এবং তাদের বৈষয়িক বিষয়ে চাওয়া পাওয়া নেতার আমানতের মধ্যে নিহিত থাকে। হোক তা পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের কিংবা সংগঠনের নেতা। এসকল খেয়ানতকারী নেতা জান্নাতে যাবে না। হাসান (রহঃ) বলেন, মাকিল ইবনু ইয়াসার-এর মৃত্যুশয্যায় উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ তার সাক্ষাতে যান। মাকিল তাকে বললেন, আজ তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে শোনা এমন একটি হাদীছ শুনাব যা আমি আরো বেঁচে থাকব বলে জানলে তা কিছুতেই শুনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. 'আল্লাহ তা'আলা যাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু খিয়ানাতকারীরূপে যদি তার মৃত্যু হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন'।[১১৭]

হাদীছে কঠিন হুমকি সে সব দায়িত্বশীলদের জন্য যারা তাদের অধিনস্থদের বিষয়গুলোতে গুরুত্বারোপ করে না। শুধু প্রধান নেতা ও তার সহকর্মীদের

১১৬. মুসলিম হা/১৭৩৮; মিশকাত হা/৩৭২৭ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।
১১৭. মুসলিম হা/১৪২; সূনানে দারেমী হা/২৭৯৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৩১।

সাথে খাছ নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দায়ীত্বশীল বানিয়েছেন তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন : পরিবারে প্রধান, প্রতিষ্ঠানের প্রধান, অফিসের বস, সংগঠনের নেতা বা সভাপতি, সমাজপতি ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গদের বুঝানো হয়েছে। তাছাড়াইসলাম হ'ল সকল আমানতকারীদের আমানত সঠিকভাবে ফেরত দেওয়ার ধর্ম। অনুরূপভাবে ইসলাম হ'ল ব্যক্তি, দল ও সম্প্রদায়ের সমস্ত অধিকার সংরক্ষণের ধর্ম। আরবী ভাষায় বলা হয়- اَلْوَعْدُ وَالْوَعِيْدُ অর্থাৎ- 'জান্নাত লাভের সুসংবাদ ও জাহান্নামে প্রবেশ করার দুঃসংবাদ'।

১০. অধিকাংশ গরীব ও দুর্বল ব্যক্তি জান্নাতী :

আল্লাহ্র পূর্ণ আনুগত্যশীল ব্যক্তি দুনিয়াতে গরীব ও দুর্বল হ'লেও আখেরাতের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সে হবে সফলকাম। প্রবেশ করবে চির শান্তির আবাস জান্নাতে। বর্তমান এই সমাজের গরীব-মিসকীন ও দুর্বল শ্রেণীই অধিকহারে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হয়। ফলে জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসীও হবে তারাই। ডান হাতে আমলনামা পেয়ে আনন্দচিত্তে সেদিন জান্নাতি বান্দা বলে উঠবে, إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ – فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ – فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ – قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ – كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ – 'নিশ্চয়ই আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে। সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফল সমূহ থাকবে অবনমিত। (বলা হবে) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর' *(হাক্বাহ ৬৯/২০-২৪)*।

হারিসাহ্ ইবনু ওয়াহ্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী লোকেদের কথা বলে দেব? তারা হলেন বৃদ্ধ ও দুর্বল লোক। তারা যদি আল্লাহর দরবারে কসম করে, তখন আল্লাহ তাদের সে শপথকে সত্যে পরিণত করে দেন। তিনি আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসী লোকেদের কথা বলে দেব? তারা

হলো, মিথ্যা ও তুচ্ছ বস্তু নিয়ে খুব বিবাদকারী, শান্ত মস্তিষ্কে ধন-সম্পদ সঞ্চয়কারী ও অহংকারী ব্যক্তি'।[১১৮] অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর ধনীদেরকে (হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে ...।[১১৯] অন্যত্র তিনি বলেন, আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী হ'ল গরীবমিসকীন ...।[১২০]

জান্নাত ও জাহান্নাম তমুল বিবাদে লিপ্ত হয়। অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের বিবাদ মীমাংমা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِى أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلاَكُمَا عَلَىَّ مِلْؤُهَا. 'জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিবাদ হ'ল। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে উদ্ধত অহংকারী লোকেরা থাকবে। আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ফায়ছালা করলেন এইভাবে যে, তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব'।[১২১]

ধনী ব্যক্তিরা হালাল পন্থায় উপার্জন করলেও কিয়ামতের মাঠে সকল সম্পদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে। কিন্তু গরীব মুমিন ব্যক্তি ধনীদের পূর্বে সম্পদের হিসাব শেষ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হ'ল (আখেরাতের) অর্ধদিনের সমান'।[১২২] অন্যত্র তিনি বলেন, 'দরিদ্র

১১৮. বুখারী হা/৪৯১৮; মুসলিম হা/২৮৫৩; তিরমিযী হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৫১০৬।
১১৯. বুখারী হা/৫১৯৬; মুসলিম হা/২৭৩৬; মিশকাত হা/৫২৩৩; ছহীহুল জামি' হা/৪৪১১।
১২০. বুখারী হা/৩২৪১; মুসলিম হা/২৭৩৭; তিরমিযী হা/২৬০২; মিশকাত হা/৫২৩৪।
১২১. আহমাদ হা/১১৭৭১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৯০০; সনদ ছহীহ।
১২২. তিরমিযী হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/৫২৪৩।

মুসলমানগণ ধনীদের চাইতে অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধদিন হ'ল পাঁচ শত বছরের সমান'।[১২৩]

মানুষের অপছন্দের এ দু'টি বস্তু হলো তার স্বভাবগত অথচ তা তার জন্য কল্যাণকর। সে অপছন্দের বস্তু দু'টি হ'ল মৃত্যু এবং স্বল্প সম্পদ। মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقلة المال أقل لِلْحساب. 'আদম সন্তান দু'টি জিনিসকে অপছন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মু'মিনের পক্ষে ফেৎনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক উত্তম। আর সে মাল-সম্পদের স্বল্পতাকে অপছন্দ করে অথচ মালের স্বল্পতায় (পরকালে) হিসাবনিকাশ কম হয়'।[১২৪]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ফেৎনা ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মানুষের যে ফেৎনা থেকে মৃত্যুই উত্তম তা হ'ল শিরকে পতিত হওয়া'। আবার এসম্পর্কে রাগিব ইস্পাহানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কর্মগত ফিতনা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং বান্দার পক্ষ থেকে হয় যেমন বিভিন্ন বালা-মুসীবত, হত্যা, শাস্তিসহ নানা অপছন্দনীয় বিষয়'।

অন্যত্র, আল্লামাহ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুমিনের দ্বীনী ফিতনা হ'ল মুরতাদ বা ধর্মচ্যুত হওয়া এবং অন্যকে গুণাহের জন্য বাধ্য করা। আবূ নু'আয়ম হিলয়াহ গ্রন্থে আবু আবদুল্লাহ আস সানাবিহী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'দুনিয়া ফিতনার দিকে আহ্বান করছে, আর শয়তান আহ্বান করছে পাপের দিকে অথচ আল্লাহর সাক্ষাৎ এ দুয়ের সাথে অবস্থানের চেয়ে অধিক কল্যাণকর। মানুষের দ্বিতীয় অপছন্দনীয় বস্তুটি হ'ল স্বল্প সম্পদ। অথচ এটা তার পরকালের হিসাবের ক্ষেত্রে অতীব সহজতর ব্যবস্থা এবং আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার একান্ত পন্থা'।[১২৫]

ধনী বলে সম্মান আর গরীব বলে কেহ ঘৃনা করবেন না। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের ধনী-গরীব অবস্থা দেখেন না, বরং তিনি তাদের অন্তর দেখেন।

১২৩. তিরমিযী হা/২৩৫৪, সনদ হাসান ছহীহ।
১২৪. আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৫১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৩।
১২৫. মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০/৩৩১৬ পৃ.।

তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিরা মানুষের মধ্যে অসম্মানিত হলেও আখিরাতে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ব্যক্তি। আবূ আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি?' সে বলল, 'এ ব্যক্তি তো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে।' তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নীরব থাকলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। তিনি ঐ (উপবিষ্ট) লোকটিকে বললেন, এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো একজন গরীব মুসলমান। সে এমন ব্যক্তি যে, সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোন কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا 'এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐরূপ লোকদের চাইতে বহু উত্তম'।[১২৬]

তবে নিরাশ হবেন না। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভালবাসেন যদি বান্দা শর্ত মোতাবেক মুমিন হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উন্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)* এ আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ 'অবশ্যই তোমরাই দুনিয়াতে সত্তর (৭০) সংখ্যা পূর্ণকারী দল। তোমরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন'।[১২৭] অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাদের সংখ্যা সত্তরটি। এর দ্বারা সংখ্যা বা আধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য *(মানাওয়ী, ফায়দুল কাদীর)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহু (ছাঃ) বলেন, أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ. 'জান্নাতীদের একশত বিশ কাতার হবে, তন্মধ্যে এই উম্মত হবে

১২৬. বুখারী হা/৫০৯১, ৬৪৪৭; মিশকাত হা/৫২৩৬।
১২৭. তিরমিযী হা/৩০০১; মিশকাত হা/৬২৮৫; আহমাদ হা/ ছহীহুল জামি' হা/২৩০১।

الْأُمَمِ. 'জান্নাতীদের একশত বিশ কাতার হবে, তন্মধ্যে এই উম্মত হবে আশি কাতার এবং অন্যান্য সকল উন্মত হবে চল্লিশ কাতার'।[১২৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'আমরা সবশেষে আগত উম্মাত এবং আমরা কিয়ামতের দিন হ'ব অগ্রবর্তী'।[১২৯]

১১. অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি ও ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না :

সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা সম্পর্কে সৃষ্টির জ্ঞান ও দৃষ্টি সীমানার বাহিরে। কোন সৃষ্টি জীব এ বিষয়ে সঠিক ধারনা পোষণ করতে পারে না। অনুরূপ হেদায়েত আল্লাহর পক্ষ হ'তেই এসে থাকে। তিনিই তাঁর নেক বান্দাদের অন্তরে সুপথ গ্রহণের শক্তি ও যোগ্যতা দান করেন। এটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ 'আপনি যাকে চান, তাকে হেদায়েত করতে পারেন না। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত দান করেন এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*। যদিও আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত গ্রহণের ফিৎরাতগত (স্বভাবগত) যোগ্যতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দান করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দ্বীনের সরল পথের ওপর দৃঢ়চিত্ত না হয়ে এই স্বভাবটাকে প্রবৃত্তিতে পরিবর্তন করে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করে। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 'তুমি তোমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের উপরে দৃঢ় রাখ। এটাই হ'ল আল্লাহর দেয়া স্বভাবধর্ম (ফিৎরাত)। যার ওপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হ'ল সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা' *(রূম ৩০/৩০)*।

---

১২৮. তিরমিযী হা/২৫৪৬; মিশকাত হা/৫৬৪৪।

১২৯. মুসলিম হা/৮৫৫; মিশকাত হা/৫৭৬৩।

ফিৎরাত দ্বারা স্বভাবগত দ্বীন ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলিম ফিৎরাতের ওপর সৃষ্টি করেছেন। যদি পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশগত কোন কিছু মন্দ প্রভাব না পড়ে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুমিন মুসলমান হবে। কিন্তু পারিবারিক অভ্যাসগত ভাবেই পিতা-মাতা তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে ফিৎরাতের স্বভাব পরিবর্তন হয় এবং সে ইসলামের উপর কায়েম হতে পারে না।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ). 'সকল মানব শিশুরই ফিৎরাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্ম হয়। তারপর তার পিতা ও মাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক করে ফেলে। যেমন জানোয়ার পূর্ণ বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা কি তার মধ্যে কোন ক্রটি পাও? পরে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। আল্লাহর প্রকৃতির (ফেৎরাতের) অনুসরণ কর, তিনি যে ফেৎরাত (প্রকৃতি) মোতাবেক মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন'।[১৩০] ফিৎরাত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়। *(ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী)*

আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি মানুষ কল্পনা করে শেষ করতে পারবে না। তিনি সর্বোজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী এবং সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। তিনি প্রতিপালক হিসেবে পাথর ও মৃতদেরকে জীবন দান করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় অধিকাংশ মানুষ স্ববিরোধিতা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলাকে স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করার পরেও তারা মূর্তিদের প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমতাবান ও ইবাদতের যোগ্য মনে করে শিরক করে। আল্লাহ তা'আলা

---

১৩০. বুখারী হা/১৩৫৮, ৪৭৭৫; মিশকাত হা/৯০।

বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 'আর তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন'? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না' *(আনকাবূত ২৯/৬৩)*।

অথচ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের প্রতিফল দিবসে প্রত্যেককে তার ভাল ও মন্দ কর্ম অনুযায়ী পরিপূর্ণ প্রতিদান শাস্তি ও শাস্তি প্রদান করবেন এবং সেইদিন সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই সুবিন্যাস্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. 'সেদিন (কিয়ামত দিবসে) কেউ কারু কোন উপকারে আসবে না। বরং সকল কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর' *(ইনফিতার ৮২/১৯)*।

আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাঁর সৃষ্টি সকল এবং তিনিই একমাত্র রায্যাক ও মহাব্যবস্থাপকে একক; তাঁর কোন শরীক নেই। আকাশকে এত উঁচু ও সুন্দর করে সৃষ্টিকারী ও চলমান গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টিকারী অনুরূপ পৃথিবী ও তার মাঝে পাহাড়, নদ-নদী, সমুদ্র, গাছ-পালা, ফল-ফসল, নানা প্রকারের পশু-পক্ষী সৃষ্টিকারী, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে সুন্দর বাগান উৎপাদনকারী কে? সেই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর ক্ষমতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. 'বরং তিনি (আল্লাহ শ্রেষ্ঠ), যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বরং তারা এমন এক কওম যারা শিরক করে। কিংবা তিনি, যিনি

যারা শিরক করে। কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন। আর যমিনে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তা সুদৃঢ় করেছেন এবং দুই সাগরের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই (মানুষ) জানে না' *(নামল ২৭/৬০-৬১)*। সকল পরিস্থিতে আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে নেয়া উচিৎ। তাহলে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবেন।

শেষে কথা :

আল্লাহ মানব জাতিকে কেন এবং কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তা যদি মানুষ উপলব্ধি করত, তবে সে দেরী না করে তার রবের দিকে দ্রুত ফিরে যেত। কিন্তু আফসোস অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য তালাশ করে না। ফলে মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (ইউসুফ বলল) 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের দ্বীন অনুসরণ করি। আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের এবং সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'*(ইউসুফ ১২/৩৮)*।

আর যারা মনে করবে অনর্থক সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং জাহান্নামে ঢুকাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ 'আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের যারা কাফির, কাজেই কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ' *(সোয়াদ ৩৮/২৭)*। মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য আল্লাহর দাসত্ব করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি জিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

আল্লাহ সেজদাকারীকে পছন্দ করেন এবং ভালবাসেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূল (ছাঃ)-কে বিশেষভাবে প্রত্যাদেশ করেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

‘অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার নিকট উপস্থিত হয়’ *(হিজর ১৫/৯৮-৯৯)*।

জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম পন্থা হ’ল একাত্ববাদী আল্লাহ প্রতি সেজদা। আল্লাহর সাথে শরীককারীর প্রতি যেমন রাগান্বিত হোন তেমনি তিনি সেজদাকারীর প্রতি অধিক খুশি হোন। রাবী‘আহ ইবনে কা‘ব (রাঃ) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওটা ছাড়া আর কিছু চাও কি? আমি বললাম, এটাই চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ‘তাহ’লে বেশী বেশী সিজদার দ্বারা তুমি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর’।[১৩১]

সিজদার মাধ্যমে মানুষ জান্নাতে যেতে পারে এটা সহজ সরল পন্থাগুলোর অন্যতম। আর অধিকাংশ মানুষ যদি আল্লাহর সাথে শরীক না করে বেশী বেশী সেজদা করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ অধিকাংশ মানুষই আখেরাতে আল্লাহ বিশেষ রহমতে জান্নাতে যেতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ সহজভাবে বুঝার জ্ঞান দান করুন এবং জেনে বুঝে আমল করার তাওফীক্ব দান করুন, আমীন।

সমাপ্ত

১৩১. মুসলিম হা/৪৮৯; মিশকাত হা/৮৩৬।